৮ম জাতীয় সংসদের

৪টি ভাষণ

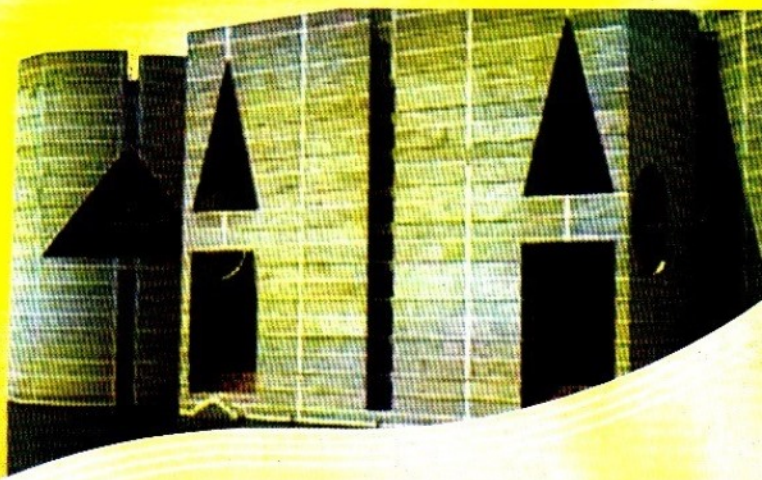

মতিউর রহমান নিজামী

৮ম জাতীয় সংসদের
৪টি ভাষণ

মতিউর রহমান নিজামী

www.pathagar.com

www.pathagar.com

৮ম জাতীয় সংসদের
৪টি ভাষণ

মতিউর রহমান নিজামী

প্রকাশনা বিভাগ
জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ

www.pathagar.com

৮ম জাতীয় সংসদের ৪টি ভাষণ

মতিউর রহমান নিজামী

প্রকাশক
অধ্যাপক মোঃ তাসনীম আলম
চেয়ারম্যান, প্রকাশনা বিভাগ
জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ
৫০৪, এলিফ্যান্ট রোড
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন ঃ ৯৩৩১৫৮১, ৯৩৩১২৩৯

১ম প্রকাশ- রজব ঃ ১৪২৪
ভাদ্র ঃ ১৪০৯
সেপ্টেম্বর ঃ ২০০৩

মুদ্রণে
আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
৪২৩, বড় মগবাজার, ঢাকা

মূল্য ঃ নির্ধারিত চৌদ্দ টাকা মাত্র

Four speeches made By Moulana Motiur Rahman Nizami on proposed budget for 2002-2004 in the 8th National Parliament published by Publications Department, Jamaat-e-Islami Bangladesh, 504, Elephant Road, Maghbazar, Dhaka. September 2003. Price: Taka: 14.00 only

www.pathagar.com

সুচিপত্র

১। অষ্টম জাতীয় সংসদের দ্বিতীয় অধিবেশনে প্রদত্ত ভাষণ ৭

২। অষ্টম জাতীয় সংসদের তৃতীয় (বাজেট) অধিবেশনে প্রদত্ত ভাষণ ১৯

৩। অষ্টম জাতীয় সংসদের ষষ্ঠ অধিবেশনে প্রদত্ত ভাষণ ২৯

৪। অষ্টম জাতীয় সংসদের অষ্টম (বাজেট) অধিবেশনে প্রদত্ত ভাষণ ৪৫

www.pathagar.com

www.pathagar.com

অষ্টম জাতীয় সংসদের দ্বিতীয় অধিবেশনের সমাপ্তি দিনে
মহামান্য রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক ডাঃ এ,কিউ,এম, বদরুদ্দোজা চৌধুরীর
ভাষণের উপর আলোচনায় জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের আমীর ও
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় কৃষিমন্ত্রী জননেতা

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর ভাষণ

তারিখঃ ১০ই এপ্রিল, ২০০২ইং

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আস্‌সালাতু আস্‌সালামু আলা সাইয়্যেদিল মুরসালীন ওয়া আলা আলিহী ওয়া সাহবিহী আজমাঈন।

মাননীয় স্পীকার,

মহামান্য রাষ্ট্রপতির ভাষনের উপর আনীত ধন্যবাদ প্রস্তাব প্রসঙ্গে আমাকে আলোচনার সুযোগ দেয়ার জন্যে আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। সেই সাথে আপনার মাধ্যমে মহামান্য রাষ্ট্রপতিকেও আমি ধন্যবাদ জানাই। এই মহান সংসদে দিক নির্দেশনামূলক গুরুত্বপুর্ণ একটি বক্তব্য দেয়ার জন্যে।

মাননীয় স্পীকার,

মহামান্য রাষ্ট্রপতির এই ভাষণের মধ্যে একদিকে বিগত সরকারের দুর্নীতি, দুঃশাসনের ব্যর্থতার একটি সংক্ষিপ্ত অথচ বস্তুনিষ্ঠ মুল্যায়ন করা হয়েছে। বিগত সরকারের অব্যবস্থাপনা, দুর্নীতি, দুঃশাসনের ফলে অর্থনীতিতে যে স্থবিরতা এসেছিল, আইন শৃঙ্খলায় ধ্বস নেমেছিল, আত্মীয়করণ, দলীয় করণের ফলে প্রশাসন অকার্যকর হয়ে পড়েছিল তার একটি সুন্দর আলোচনা এসেছে। এর পাশাপাশি বর্তমান সরকার আওয়ামী দুঃশাসনের প্রেক্ষাপটে ভেঙ্গে পড়া আইন-শৃঙ্খলা, ভেঙ্গে পড়া অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে সরকারী দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে যে সংস্কারমুলক কার্যক্রম হাতে নিয়েছে, আইন শৃঙ্খলা উন্নয়নে বাস্তব পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে, প্রশাসনে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা আনার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে, সুশাসন প্রতিষ্ঠাকে প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে জোরদার এবং বেগবান করার স্বার্থে মৌলিক সংস্কার মূলক কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে, অভ্যন্তরীণ সম্পদ এবং রাজস্ব আয় বৃদ্ধির স্বার্থক, সফল উদ্যোগ নেয়া হয়েছে, এই সবেরও প্রতিফলন ঘটেছে মহামান্য রাষ্ট্রপতির বক্তব্যের মাধ্যমে। সেই সাথে তিনি রাষ্ট্র নায়কচিত একটি দিক নির্দেশনাও দিয়েছেন, সার্বিকভাবে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে। আমরা যদি আমাদের

www.pathagar.com

দেশকে স্বনির্ভর করতে চাই, সমৃদ্ধ বাংলাদেশে পরিণত করতে চাই তাহলে অবশ্যই মৌলিক সংস্কারমূলক কার্যক্রমকে আমাদের হাতে নিতে হবে এবং এ ব্যাপারে দেশকে যারা স্বনির্ভর দেখতে চান, সমৃদ্ধ দেখতে চান, দেশে সার্বিক কল্যাণ যাদের কাম্য, জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে, দলমত নির্বিশেষে তাদের সকলের সহযোগিতা এই সরকার স্বাভাবিকভাবেই দাবী করতে পারে। কারণ এই সরকার জনগণের সরকার।

মাননীয় স্পীকার,

স্বনির্ভরতা অর্জন করতে হলে অবশ্যই আমাদেরকে কৃচ্ছ্রতা ও ব্যয় সংকোচের পথ বেছে নিতে হবে। অপচয় আমাদের বন্ধ করতে হবে। এ লক্ষ্যেই ন্যাম সম্মেলন বাতিল করা সহ বেশ কয়েকটি উল্লখযোগ্য পদক্ষেপ ইতোমধ্যে সরকারের পক্ষ থেকে নেয়া হয়েছে।

মাননীয় স্পীকার,

মহামান্য রাষ্ট্রপতির ভাষণের সূচনাতেই আমাদের দীর্ঘ স্বাধীনতা সংগ্রামে ও স্বাধীনতা যুদ্ধে যারা অবদান রেখেছেন, যারা জীবন দিয়েছেন, শাহাদাত বরণ করেছেনসেই সব বীর সৈনিকদের প্রতি আন্তরিকভাবে তিনি শ্রদ্ধা পোষণ করেছেন। সেই সাথে স্বাধীনতার দীর্ঘ সংগ্রামে এবং স্বাধীনতা যুদ্ধে জাতীয় যে সমস্ত নেতৃবৃন্দের অবদান আছে তাদের যার যা পাওনা, ইতিহাসে যার যা মর্যাদা পাওয়া উচিত তারও একটি সহজ স্বীকৃতি এসেছে মহামান্য রাষ্ট্রপতির ভাষণের মাধ্যমে। আমি মনে করি এতে একদিকে যেমন তিনি উদার রাষ্ট্র নায়কচিত মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন, তেমনি তার বক্তব্যের মাধ্যমে জোট সরকারেরও মনোভাবের প্রতিফলন ঘটেছে। জোট সরকারের একটি শরীক দলের প্রধান হিসাবে আমি তার এই বক্তব্যের সাথে পরিপূর্ণরূপে একাত্মতা ঘোষণা করছি।

মাননীয় স্পীকার,

শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান মরহুম সম্পর্কে তিনি যে, বক্তব্য দিয়েছেন আমি তার সাথে সম্পূর্ণ একমত। ইতিহাস সাক্ষী স্বাধীনতার প্রথম ঘোষণা বাংলাদেশ বেতারের মাধ্যমে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের কণ্ঠেই ভেসে এসেছিল। এখানে তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে উদ্যোগী ভূমিকা পালন করেছেন। ইতিহাসের আরেকটি অধ্যায়ে তিনি বহুদলীয়, সংসদীয় গণতন্ত্র প্রবর্তন করেও ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের মাধ্যমে বাংলাদেশের সকল মানুষের জাতি সত্তার

www.pathagar.com

গ্যারান্টি নিশ্চিত করেছেন। উপজাতীয়, অ-উপজাতীয় নির্বিশেষে সকলে বাংলাদেশী হিসাবে তাদের জাতি সত্তার গ্যারান্টি পেয়েছে এই ঘোষণার মাধ্যমে।

মাননীয় স্পীকার,

সেকিউলারিজমকে আল্লাহর প্রতি ঈমানের মাধ্যমে পরিবর্তন করা শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের একটি অমর কীর্তি। সংবিধানে বিসমিল্লাহ যোগ করাও তার আর একটি উল্লেখযোগ্য কাজ। এভাবে তিনি পরে শাহাদাতের ঐ বছরে আল কুদস কমিটির সদস্য হিসাবে আন্তর্জাতিক ময়দানে একটি মুসলিম রাষ্ট্র প্রধান হিসাবে যে ভূমিকা রেখেছেন তার মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বের মানুষের কাছে তার নিজের মর্যাদা এবং বাংলাদেশের মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

মাননীয় স্পীকার,

বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের মাধ্যমে সমন্বয়ের যে রাজনীতির ধারা তিনি প্রবর্তন করেছিলেন এর মাধ্যমেই আমাদের দেশের স্বাধীনতা, ঐক্য, সংহতি মজবুত হতে পারে। শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান মরহুমের স্বার্থক উত্তরসূরী হিসাবে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, জোট নেত্রী ইসলামী শক্তি এবং জাতীয়তাবাদী শক্তির ঐক্যের মাধ্যমে ঐতিহাসিক একটি বিজয় অর্জন করে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের প্রতিষ্ঠিত সমন্বয়ের রাজনীতিরই প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। এই জোটের পক্ষ থেকে আমাদের প্রাথমিক অঙ্গীকার ছিল একসাথে আন্দোলন, এক সাথে নির্বাচন, এক সাথে সরকার গঠন। আল্লাহ তায়ালার মেহেরবাণী আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই অঙ্গীকারের ভিত্তিতে আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন, নির্বাচন পরিচালনা করেছেন এবং অবশেষে জোট সরকার গঠন করতেও তিনি সক্ষম হয়েছেন। পরবর্তী পর্যায়ে জন নিরাপত্তা আইন বাতিল করা সহ আরো কিছু অঙ্গীকার বাস্তবায়ন করা হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধাদের সঠিক মূল্যায়নের জন্য একটি স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার ছিল সে অঙ্গীকারও বাস্তবায়িত হয়েছে।

দেশের মানুষ পূর্ণ আস্থার সাথে আশা করে জোটের আরো যে অঙ্গীকার ছিল- সন্ত্রাসমুক্ত বাংলাদেশ গড়া, দুর্নীতি, দুঃশাসনমুক্ত বাংলাদেশ গড়া, আওয়ামী দুঃশাসনে, দুর্নীতিতে ভেঙ্গে পড়া অর্থনীতির পূর্ণর্গঠন করা, ইসলামী মূল্যবোধের লালন করা, দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের সংরক্ষণ করা। এই অঙ্গীকারও জোট সরকার পুরণ করতে সক্ষম হবে ইনশাআল্লাহ। বিশেষ করে জাতি পূর্ণ আস্থাসহ বিশ্বাস করে- আমাদের মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর আপোসহীন নেত্রী হিসাবে একটি ইমেজ আছে,

www.pathagar.com

মর্যাদা আছে, দেশকে সন্ত্রাস মুক্ত করার ক্ষেত্রে, দুর্নীতি, দুঃশাসনমুক্ত করার ক্ষেত্রে তার এই আপোসহীন নীতি ইনশা আল্লাহ অব্যাহত থাকবে।

মাননীয় স্পীকার,

আমাদের এই ঐতিহাসিক বিজয়ের মূলে ছিল ঐক্য। এই ঐক্যই আমাদের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের প্রধান টার্গেট। যখন আমরা ঐক্য করি তখন বলেছিল ঐক্য হবে না। ঐক্য যখন হলো তখন বলেছিল এক প্লাটফর্মে উঠতে পারবেনা। এক প্লাটফর্মে যখন উঠতে আমরা পারলাম তখন বলল এক সাথে নির্বাচন করতে পারবে না। একসাথে নির্বাচন ও যখন হলো তাদের ভরাডুবিও হলো এখন তারা পথ বেছে নিয়েছে এই নির্বাচনের সুফল যাতে জাতি ভোগ করতে না পারে এজন্য চক্রান্তের এবং ষড়যন্ত্রের। তারা অভিযোগ তুলেছেন স্থূল কারচুপির।

মাননীয় স্পীকার,

আমি পরিস্কার বলতে চাই এই স্থূল কারচুপির মাধ্যমে তারাই জনগণের রায়কে ভিন্নখাতে নেয়ার জন্যে চেষ্টা করে ছিলেন। কিন্তু জনগণ সেটাকে ভন্ডুল করে দিয়েছে। এর অসংখ্য প্রমাণ আমাদের কাছে আছে।

মাননীয় স্পীকার,

সময় সীমিত এ জন্য আমি সেদিকে যেতে চাইনা। ছোট একটি উদাহরণ আমি দিতে চাই -

নির্বাচনের আগের রাত্রে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে একটি চিঠি ইস্যু করে আই, জি এবং এস,পি'র মাধ্যমে আমার নির্বাচনী এলাকার দুই থানার ওসির কাছে দেয়া হয়েছিল, আমার ২০জন মাঠ কর্মীকে নির্বাচনের আগের রাতে গ্রেফতার করার জন্যে। এই কর্মটি তারা শুধু একটি নির্বাচনী এলাকায় করেছেন এটা আমি মনে করি না। অরো অনেক জায়গায় চেষ্টা করেছেন। কিন্তু জনগণ যেহেতু জেগে উঠেছিল, তাদের এই স্থূল কারচুপি যেহেতু স্থূল চোখে ধরা পড়ে এই জন্য তারা এটা বাস্তবায়ন করতে পারেননি। এরপরে তারা 'উদোর পিন্ডি বুদোর ঘাড়ে' চাপাবার চেষ্টা করেছেন।

মাননীয় স্পীকার,

তারা সংখ্যালঘু নির্যাতনের প্রসঙ্গ তুলেছেন, কাল্পনিক কাহিনী সাজিয়েছেন, আমি এই প্রসঙ্গে বলতে চাই বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ। ইসলাম শান্তি-নিরাপত্তায় বিশ্বাসী এবং সকল ধর্মের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ এদেশে হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টানের সাথে পরম আত্মীয়

www.pathagar.com

হিসাবে বসবাস করে আসছেন। এই দেশে কোন সাম্প্রদায়িকতা নেই। বিশেষ করে আওয়ামী লীগের মুখে সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্ন তোলা মানায় না।

মাননীয় স্পীকার,

সম্ভবত আপনিও সাক্ষী ৫ম জাতীয় সংসদে ৯২'র শেষের দিকে বাবরী মসজিদ সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছিল। বাবরী মসজিদের আলোচনা করতে গিয়ে বাবরী মসজিদ ভাঙ্গার নিন্দা না করে এই দেশে তারা সাম্প্রদায়িকতার প্রসঙ্গ তুলেছিলেন। সেদিন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন। আমাদের মহামান্য রাষ্ট্রপতি সেদিন সংসদের উপনেতা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। আমি ইত্তেফাক থেকে মরহুম জেনারেল এম,এ,জি, ওসমানী সাহেবের একটি বক্তব্য এখানে উপস্থাপন করেছিলাম, যার মধ্যে তিনি বলেছিলেন, আমার কথা নয়, "এই দেশে হিন্দুদের বাড়ী ঘর জায়গা-জমি দখল করে থাকলে আওয়ামী লীগের লোকেরাই করেছে'। সেদিন আমাদের বিরোধী দলীয় নেত্রীও এখানে উপস্থিত ছিলেন। তার দলীয় প্রায় ৭০/৭৫ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন, ঐ দিনের প্রসিডিং সাক্ষী দেবে-কেউ তারা সেদিন আমার এই বক্তব্যের প্রতিবাদ করেননি। বরং বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার সংসদীয় উপদেষ্টা (তখনও আওয়ামী লীগে যোগদান করেননি তিনি তার নিজস্ব দলে ছিলেন) ঐ জায়গায় বসা ছিলেন। তিনি মাথা নেড়ে বলেছিলেন মাওলানা নিজামী ঠিকই বলেছেন।

মাননীয় স্পীকার,

এবারে বেশ কয়েকটি জায়গায় প্রমাণিত হয়েছে তারা নিজেরা হিন্দুদের মন্দিরের মূর্তি ভেঙ্গে এর পরে চারদলীয় জোটের উপর চাপাবার চেষ্টা করেছে। দুই একটি জায়গায় হিন্দুদের বাড়ীঘর দখলের সাথে যুবলীগ, ছাত্রলীগের ছেলেরা ধরা পড়েছে।

মাননীয় স্পীকার,

গুজরাটে যে ভয়াবহ, জঘন্যতম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়ে গেল সেই সুযোগেও তারা এখানে ময়দান উত্তপ্ত করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে জোট সরকার দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিয়েছে। আর বাংলাদেশের মানুষ যেহেতু অসাম্প্রদায়িক অতএব তারা ঐ ঘটনার পরও এখানে এমন কোন প্রতিক্রিয়া দেখায়নি যেটাকে সাম্প্রদায়িকতা বলা যেতে পারে।

www.pathagar.com

মাননীয় স্পীকার,

তাই আমি বলছিলাম আওয়ামী লীগের মুখে, শেখ হাসিনার মুখে সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ তোলার কোন নৈতিক অধিকার নেই কারণ তারা নিজেরাই সাম্প্রদায়িকতার দোষে দুষ্ট।

মাননীয় স্পীকার,

আমি পরিস্কার বলতে চাই তারা যে চক্রান্ত ষড়যন্ত্রের পথে পা দিয়েছেন। পহেলা অক্টোবরের নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণ যেভাবে তাদেরকে পরাজিত করেছেন ও ব্যর্থ করেছেন ইনশাআল্লাহ জোট সরকার জনগণকে সাথে নিয়ে ভবিষ্যতে তাদের সকল চক্রান্ত, ষড়যন্ত্রকেই ভন্ডুল করে দেবে।

মাননীয় স্পীকার,

আমাদের মহামান্য রাষ্ট্রপতি তার বক্তব্যের সময় এই দিকের চেয়ারগুলো খালি দেখে তিনি হৃদয়ের অনুভূতি দিয়ে এই অনুপস্থিতিকে উপলব্ধি করেছেন তার বক্তব্যে এটা ভেসে উঠেছে।

মাননীয় স্পীকার,

আমি বলতে চাই এই সংসদ হলো প্রকৃত পক্ষে বিরোধী দলের **Privilege**। সংসদ হলো সংসদ সদস্যদের জীবন। মাছের জীবন যেমন পানিতে, সংসদীয় রাজনীতিতে যারা বিশ্বাসী তাদের জীবন হলো এখানে। এর বাইরে থেকে সংসদীয় গণতন্ত্রের বিশ্বাসী হলে কেউ স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতে পারেনা। আর বিরোধী দলের দায়িত্বই হলো সরকারের গঠনমূলক সমালোচনা করা। জনগণের অভাব-অভিযোগ **Ventilet** করা। এই পবিত্র দায়িত্ব পালন না করে প্রথমদিন থেকেই সংসদের বাইরে থাকার যে অবস্থান তিনি নিয়েছেন আমি পরিস্কার বলতে চাই-এই অবস্থান অব্যাহত থাকলে দেশে খুন-খারাবী, নৈরাজ্য যা কিছু হচ্ছে এর পুরো দায়দায়িত্ব শেখ হাসিনাকে নিতে হবে। এই ভূমিকার মাধ্যমে ইতিহাসে তিনি নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী ব্যক্তি হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবেন।

মাননীয় স্পীকার,

প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে আজকের বিরোধী দলীয় নেত্রী বিরোধী দলীয় রাজনীতি সম্পর্কে অনেক সুন্দর-সুন্দর কথা বলে রেখেছেন। নেতিবাচক রাজনীতি পরিহার করে তিনি

www.pathagar.com

আমাদেরকে ইতিবাচক রাজনীতি করার উপদেশ দিয়েছেন। তিনি আরো সুন্দর কথা বলেছিলেন। কোন দিন বিরোধী দলে গেলে হরতাল করবো না।

মাননীয় স্পীকার,

মানুষের মুখের কথা নাকি খুব সাবধানে উচ্চারণ করা উচিত, কারণ যে কোন মুহূর্তে আল্লাহ তায়ালা মুখের কথাটি কবুল করে ফেলতে পারেন। আমাদের মাননীয় সাবেক প্রধানমন্ত্রী যে কথাটি বলেছিলেন বিরোধী দলে গেলে কোন দিন হরতাল করবেন না। আল্লাহ তায়ালা কথাটা কবুল করে ফেলেছেন। তাই আজ তার অবস্থান বিরোধী দলে। কিন্তু আজ তার জন্য একটা সুযোগও ছিল। তিনি যে কথাগুলো বলেছিলেন এবার যদি এসে বাস্তবে তা প্রমাণ করতে পারতেন তাহলে এই দেশে রাজনীতিতে একটা নতুন মাত্রা যোগ করতে পারতেন। তিনি দায়িত্বশীল রাজনীতির কথা বলেছেন, ইতিবাচক রাজনীতির কথা বলেছেন, হরতালের রাজনীতি না করার উপদেশ দিয়েছেন। বিরোধী দলে গেলে হরতাল করবেন না বলে ওয়াদা করেছেন। আজকে এই ওয়াদা রক্ষা করলে তিনি ভালো করতেন। ভালো করতেন তার নিজের জন্যে, তার ইমেজ সমুন্নত হতো। দেশে যদি গণতন্ত্র থাকে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া থাকে, নির্বাচন থাকে তাহলে নির্বাচনে রায়ের ভিত্তিতে আজ একদল ক্ষমতায় আসবে কাল এক দল ক্ষমতায় আসবে এটাই স্বাভাবিক। খেলোয়াড় সুলভ মনোভাব নিয়ে এটা মেনে নেয়া উচিত ছিল। তা না করে তিনি যে অবস্থান নিয়েছেন আমি আবারো বলতে চাই এটা গণতন্ত্র বিরোধী। সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতি অশ্রদ্ধা পোষনের শামিল। এই ভূমিকার মাধ্যমে তিনি রাজনীতির অঙ্গনে নিজেরও ক্ষতি করবেন নিজের দলেরও ক্ষতি করবেন, দেশেরও ক্ষতি করবেন। অবশ্যই আল্লাহ তায়ালার রহমত আছে এই বাংলাদেশের উপরে। জনগণের আন্তরিকতা আছে। জোট সরকারের প্রতি জনগণের অকুণ্ঠ সমর্থন আছে। অতএব তিনি দেশের ক্ষতি করতে চাইতে পারেন কিন্তু জনগণকে সাথে নিয়ে ইনশাআল্লাহ আমরা তার মোকাবেলা করতে সক্ষম হবো।

মাননীয় স্পীকার,

আমাদের মাননীয় রাষ্ট্রপতি শিক্ষার ব্যাপারেও সুন্দর কথা বলেছেন এবং এই সংসদের বাহিরেও শিক্ষার সাথে সাথে তিনি নৈতিক শিক্ষার উপরেও একটু গুরুত্ব দিয়েছেন।

মাননীয় স্পীকার,

আমাদের এই সংসদের একজন তরুণ সংসদ সদস্য মাহি বি. চৌধুরী তার আলোচনার সময় দুর্নীতি প্রসঙ্গে আলাপ করতে গিয়ে একটা কথা বলেছিলেন যেটা

www.pathagar.com

আমার কাছে খুব ভাল লেগেছিল। তরুণদের এই উক্তি সত্যিই আমাদের জন্য উৎসাহব্যঞ্জক।

তিনি বলেছিলেন "আমাদের শিক্ষার মধ্যে নৈতিক শিক্ষাটা নাই। যার ফলে শিক্ষিত লোকদেরকে এইভাবে দুর্নীতিতে জড়িত দেখতে পাচ্ছি"।

মাননীয় স্পীকার,

এই প্রসঙ্গে আমার একজন পাগলা মানুষের কথা মনে পড়ছে। আমার ছাত্র জীবনে পুরানা পল্টনে আওয়ামী লীগের পাশা পাশি দুই বছর অফিস নিয়ে ছিলাম। আওয়ামী লীগ অফিসে দুই জন পিয়ন ছিল। একজন শামছুল ইসলাম আরেকজন নুরুল ইসলাম। শামছুল ইসলামকে শামছু পাগলা বলে ডাকা হতো। তিনি মরহুম শেখ মুজিবের খুবই ভক্ত ছিলেন। দেহরক্ষী নাকি ছিলেন। রাতভর কান্নাকাটি করতেন। ঘটনাক্রমে আমাকেও কেন যেন তিনি পছন্দ করতেন। একদিন আওয়ামী লীগের অফিসে সন্ধ্যার সময় কথা কাটা-কাটি থেকে হাতা-হাতি হলো। সকালে শামছুকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, সামছু কি হয়েছিল। সে বল্‌ল যে, আর বলেন না সাব, আমি ওদের মুখের উপর কয়ে দিছি, বেগগুন .....। তার পর একটা দুই অক্ষরের শব্দ বলছে। মাননীয় স্পীকার, আমার মুখে আমি এটা উচচারণ করতে চাইনা। তার পরে আরো কিছু বলেছে আমি সেটাও আনতে চাইনা। আমি যে কারণে কথাটা মনে করেছি তা হলো সে বলেছিল (শামছু পাগলা) "স্যার আমি একটা পার্টি করব। আমি ঠিক করেছি আমি একটা পার্টি করব। এই পার্টির নাম হবে" 'দুর্মুজ পার্টি' আর এই পার্টিতে কোন শিক্ষিত লোক নেবনা। কেন? কারণ ওরা পাঁচের ডাইনে শূন্য লিখে পঞ্চাশ বানাতে পারে।"

মাননীয় স্পীকার,

একজন পাগলার এই কথাটা খুবই Significant. আজকে রাজনৈতিক নেতৃত্ব যদি সৎও হয় আর উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনায় মাঠে যারা দায়িত্ব পালন করে তাদের যদি পাঁচের ডাইনে শূন্য দিয়ে পঞ্চাশ লেখার, পঞ্চাশের ডাইনে শূন্য দিয়ে পাঁচশ লেখার, পাঁচশর ডাইনে শূন্য দিয়ে পাঁচ হাজার লেখার এই বদ অভ্যাস বন্ধ না হয় তাহলে এই দেশকে দুর্নীতি মুক্ত করা যাবে না, অপচয় বন্ধ করা যাবে না, লুট -পাট, আত্মসাৎ বন্ধ করা যাবে না। আমরা গরীব কেবল এ কারণে নয় যে, আমাদের সম্পদ নেই। আমাদের গরীব হওয়ার প্রধান কারণ আসলে বেড়ায় খেত খাচ্ছে। অতএব মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শিক্ষার ব্যাপারে উদার। শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড। এ ব্যাপারে তিনি যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছেন। নারী শিক্ষার গুরুত্ব দিচ্ছেন। আমরা আসা করব শিক্ষার মধ্যে নীতি -

www.pathagar.com

নৈতিকতার শিক্ষাও যাতে প্রাধান্য পায় সে ব্যাপারে জোট সরকার ভবিষ্যতে উদ্যোগী ভূমিকা পালন করবে।

মাননীয় স্পীকার,

আপনি হলুদ বাতি জ্বালিয়েছেন। আমার কাছে হলুদ বাতিটা খুবই অপছন্দনীয়।

মাননীয় স্পীকার,

হলুদবাতি আসলে ইয়েলো জার্নালিজমের প্রতীক। যার পেছনে রয়েছে ইয়াহুদী চক্রান্ত। আমি এখন ঐ প্রসঙ্গেই আসব। আর এই সময়ই হলুদ বাতিটা জ্বলে উঠেছে।

মাননীয় স্পীকার,

আন্তর্জাতিক বিষয়ে আমাদের বড় ভাই ওবায়দুর রহমান সাহেব ৭১ বিধির প্রসঙ্গে বলেছেন। আজকে আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গে কথা বলার আসলে আবেগ থাকলেও ভাষা নেই। আমি সে প্রসঙ্গে যেতে চাচ্ছি না। **"ফার ইষ্টার্ণ ইকোনোমিক রিভিউ"** এর একটি রিপোর্ট যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে দেশে ও দেশের বাহিরে, আমি এই প্রসঙ্গে বলতে চাই। আমি শুনেছি এই রিপোর্টটি ৫০ হাজার পাউন্ডের বিনিময়ে, কোন কোয়ার্টার থেকে করানো হয়েছে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি নষ্ট করার জন্যে। তারা এখানে সাম্প্রদায়িকতা আবিস্কার করে। কিন্তু প্যালেষ্টাইনে বর্তমানে যে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে এই ব্যাপারে তারা সোচ্চার নয়। নিকট অতীতে বসনিয়াতে যে ইতিহাসের জঘন্যতম মানবাধিকার লঙ্ঘন হলো তখনও কিন্তু এদেরকে আমরা এতো সোচ্চার দেখি নাই। এই কয়দিন আগে গুজরাটে যা ঘটল এই ব্যাপারটিকেও তারা এই ভবে ফলাও করেন নি। বাংলাদেশকে নিয়ে এতো মাথা ব্যাথা কেন?, **"বাংলাদেশ সম্পর্কে সতর্ক হতে হবে"**। এর পেছনেও মুলত আমাদের দেশেরই পরাজিত শক্তি আছে। তারা ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় ইংরেজী ভাষায় একটা বই বিশ্বের বাজারে ছেড়ে ছিলেন। "Terrorism in the name of Islam" আরব বিশ্বে ছেড়ে ছিলেন আরবী ভাষায় الارهاب باسم الاسلام "আল ইরহাব বি ইসমিল ইসলাম।"

মাননীয় স্পীকার,

আপনি জানেন, কবি শামছুর রাহমানের উপর কথিত হামলা, তার পরে উদীচীর ঘটনা, রমনা বটমুলের ঘটনা, তারপরে নারায়নগঞ্জে আওয়ামী লীগের অফিসে বোমার

www.pathagar.com

ঘটনা, গোপালগঞ্জে ৭৬ কেজি বোমা এইসব ঘটনার পেছনে তারা হারাকাতুল জিহাদ, তালেবান ইত্যাদি আবিস্কার করেছেন। কিন্তু পাঁচ বছর ক্ষমতায় থাকতে তারা এর একটাও প্রমাণ করতে পারেননি কেন? যারা পাঁচ বছর ক্ষমতায় থাকতে একটি অভিযোগও প্রমাণ করতে পারেননি। তারাই আজকে দেশের ভেতরে বাহিরে এই কথা প্রচার করছেন এবং মিডিয়া ভাড়া করে দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট করার জন্যই এ অপচেষ্টা করা হচ্ছে।

মাননীয় স্পীকার,

আমি কারো দেশপ্রেমকে চ্যালেঞ্জ করতে চাইনা। কিন্তু দেশের প্রতি ভালবাসা মায়া-মহব্বত থাকলে এইভাবে নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করার এই উদ্যোগ কেউ নিতে পারে না।

মাননীয় স্পীকার,

আপনি যেহেতু হলুদ বাতি জ্বালিয়েছিলেন এইজন্য আমি আর সামনে যেতে চাইনা। আমি শুধু একটি কথা বলে আমার কথা শেষ করতে চাই। আমাদের মধ্যে কোন হীনমন্যতা থাকা উচিত নয়। প্যালেষ্টাইনে আজ প্রতিদিন মানুষ মারা যাচ্ছে। মানুষের ঘরে ঢুকে মানুষ মারা হচ্ছে।

জাতিসংঘের পক্ষ থেকে স্বাধীন দেশ হিসাবে যে দেশটাকে স্বীকৃতি দেয়া হল তার প্রেসিডেন্টকে অবরুদ্ধ করে রাখা হয়েছে। সারা দুনিয়া তার বিরুদ্ধে ঘৃণা প্রদর্শন করছে। কিন্তু এরপরও ইয়াহুদীদেরকে সাম্প্রদায়িক বলা হচ্ছেনা।

মাননীয় স্পীকার,

আমি বলতে চাই ইয়াহুদী জাতি শুধু প্যালেষ্টাইনের শত্রু নয়। শুধু আরব বিশ্বের শত্রু নয়। শুধু মুসলমানদের শত্রু নয়। ইয়াহুদী গোষ্ঠী মানবতা মনুষত্বের শত্রু। তারা খ্রিষ্টানদের গির্জায়ও হামলা করেছে। ইনশাআল্লাহ এমন একদিন আসবে হাদিসে বলা হয়েছে "এরা আশ্রয় নেবে যে গাছের আড়ালে সে গাছও বলে দেবে এখানে একটা ইয়াহুদী লুকিয়ে আছে।" আজকে প্যালেষ্টাইনে জঘন্য নরহত্যা এবং রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস পরিচালনার মাধ্যমে ইয়াহুদীরা গোটা বিশ্বের ঘৃণা কুড়াচ্ছে। ইনশাআল্লাহ তারা এই ভূমিকা অব্যাহত রাখলে রাসুলে পাক (সঃ) এর (হাদিসে উল্লেখিত ভবিষ্যৎ বাণী) সত্যে পরিণত হবে। গোটা দুনিয়ার কোথাও তাদের আশ্রয় নেয়ার জায়গা থাকবেনা। আমি বিশ্বাস করি খ্রিষ্টান ওয়ার্ল্ডও একদিন ইয়াহুদীদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে বাধ্য হবে। কারণ তারা জানে, তারা যাকে মানে সেই ঈসা (আঃ) কে ইয়াহুদীরা তাকে শূলে

www.pathagar.com

চড়ায়েছিল বলেই বিশ্বাস করে, কোরআন বলছে তাকে ওরা মারতে পারেনি। অতএব আজকের এক বিশেষ প্রেক্ষাপটে তারা হয়ত ইয়াহুদীদের পক্ষ নিতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু এমন একদিন অবশ্যই আসবে যেদিন খ্রিষ্টান ওয়ার্ল্ডও মুসলমানদের পাশাপাশি অবস্থান নিয়ে, মানবতা মনুষত্বের শত্রু ইয়াহুদী চক্রের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে বাধ্য হবে।

মাননীয় স্পীকার,

আমি যে কথাটা বলতে চাচ্ছিলাম, **বৃটিশ-মনার্ক**কে সাংবিধানিকভাবে বলা হয় **"ডিফেন্ডার অব প্রটেষ্টার্ণ ফেইথ"** এবং সেখানে তাদের আইনে বলা হয় বাইবেল অথবা ঈশা-যিশু খ্রিষ্টকে যদি কেউ অবমাননা করে তাহলে ব্লাসফেমি আইনের মাধ্যমে তাদের ওটাকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলা হবে। এটা বলার পরও ওরা সাম্প্রদায়িক হয়না। ওরা ধর্মান্ধ হয়না, ওরা মৌলবাদী হয়না। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট তো বাইবেলের উপর হাত রেখে শপথ করে। আমরাতো কোরআন শরীফের উপর হাত রেখে শপথ করিনা। এরপরও ওরা ধর্মান্ধ হয়না, ওরা মৌলবাদী হয়না। আমরা যদি মুখে একটু আল্লাহ -রাসূলের কথা বলি আর নির্যাতিত মানুষের পক্ষে কথা বলি তাহলে আমাদের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িকতার ধুয়া তোলা হয়। মৌলবাদের অভিযোগ আনা হয়। এই অভিযোগে আবার আমরাও কোন কোন পর্যায়ে একটু কাবু হয়ে যাই হ্যাঁ এই কারণে আমাদেরকে এই বলল।

আমি পরিস্কার বলতে চাই, ইসলাম শান্তি, নিরাপত্তার ধর্ম। ইসলাম মানবতা মনুষ্যত্বের ধর্ম। আজকে সারা দুনিয়াব্যাপী যে জুলুম অত্যাচার চলছে এ থেকে মুক্তি পেতে হলে নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষকে একদিন ইসলামের সুশীতল ছায়াতলেই আসতে হবে। অতএব মুসলমান হিসাবে আমরা সকল ধর্মের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করি। সকলের সাথে আমরা শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থানে বিশ্বাসী। কিন্তু আমি মুসলমান হওয়ার কারণে আমার মধ্যে যেন কোন হীনমন্যতা না থাকে। কারণ আমরা যে কারণে হীনমন্যতায় ভুগি এরচেয়ে বেশী কারণ যাদের প্রচারণায় আমাদের মধ্যে হীনমন্যতা সৃষ্টি হয় তাদের মধ্যে আছে। অতএব দ্বিতীয় বৃহত্তম এই মুসলিম দেশ, সাংবিধানিকভাবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে, সংসদীয় গণতন্ত্রের ভিত্তিতে পরিচালিত হচ্ছে এবং আন্তর্জাতিক বিশ্বের

www.pathagar.com

সকলের সাথে সুসম্পর্ক, কারো সাথে শত্রুতা নয় - এই নীতির ভিত্তিতে পরিচালিত হচ্ছে। "কে আমাদের কি বললো" এর ভিত্তিতে আমাদের মধ্যে যেন কোন সময় হীনমন্যতা সৃষ্টি না হয়। আমি লক্ষ্য করছি আমাদের উপরে স্নায়ু চাপ সৃষ্টির জন্য মিডিয়াকে ভাড়া করে ব্যবহার করা হচ্ছে। এক সময় যেমন ডিগ্রী ভাড়া করা হয়েছে। ডক্টরেট ডিগ্রী ভাড়া করা হয়েছে। তেমনি এখন মিডিয়া ভাড়া করে আমাদের উপর স্নায়ু চাপ সৃষ্টি করার অপচেষ্টা চালানো হচ্ছে।

আমি তাদেরকে এই অপচেষ্টা পরিহার করে আবারো বলতে চাই বিশ্বব্যাপী এতো ডিগ্রী কুড়িয়ে তিনি যে সম্মান না অর্জন করেছেন তিনি ক্ষমতায় থাকতে যে ওয়াদা করেছিলেন গঠনমূলক রাজনীতি করার, হরতালের রাজনীতি না করার সেটা করলে ওর চেয়ে অনেক অনেক বেশী সম্মান তিনি অর্জন করতে পারবেন।

মাননীয় স্পীকার,

আমি এই কয়টি কথা বলে আপনাকে ধন্যবাদ জানিয়ে আপনার মাধ্যমে মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে আবারো ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

আল্লাহ হাফেজ
বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।

www.pathagar.com

৮ম জাতীয় সংসদের ৩য় (বাজেট) অধিবেশনে
২০০২-২০০৩ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটের উপর
জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের আমীর ও
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় কৃষিমন্ত্রী
মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর ভাষণ
২৭শে জুন, ২০০২ ইং

আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আ'লামিন। আসসালাতু আসসালামু আ'লা সাইয়্যেদিল মুরসালিন। ওয়া আ'লা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাঈন।

মাননীয় স্পীকার,

প্রস্তাবিত বাজেট ২০০২-২০০৩ এর উপর আলোচনার সুযোগ দেয়ার জন্য আজকে আপনাকে ধন্যবাদ। আপনার মাধ্যমে বস্তুনিষ্ঠ ও স্বনির্ভর দেশ গড়ার অঙ্গীকারের ভিত্তিতে বাজেট প্রণয়নের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া এবং মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব সাইফুর রহমান সাহেবকেও জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। বাজেট অধিবেশনে দেরীতে হলেও যোগদানের জন্য আমি মাননীয় বিরোধীদলীয় নেত্রী এবং তার দলীয় সংসদ সদস্যদেরকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

মাননীয় স্পীকার,

এই মহান সংসদে প্রস্তাবিত বাজেট আলোচনার আগে কোন পটভূমিতে বর্তমান সরকার দায়িত্বভার গ্রহণ করেছে এটা আমাদের সকলের বিবেচনায় থাকা উচিত বলে আমি মনে করি।

মাননীয় স্পীকার,

আপনি জানেন যে, ২০০১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বরে যে ঘটনা সংঘটিত হয়েছে তা গোটা বিশ্বের পরিস্থিতিকে বিশেষ করে আন্তর্জাতিক অর্থনীতিকে প্রভাবিত করেছে। এই পথ ধরে আফগান যুদ্ধ পরিস্থিতি গোটা মুসলিম উম্মার একটি অসহায় অবস্থা দুনিয়ার সামনে তুলে ধরেছে। এই অবস্থার মধ্য দিয়ে জোট সরকারের যাত্রালগ্নে অত্যন্ত দূরদর্শিতার সাথে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে কূটনৈতিক ভূমিকার পরিচয় দেয়া হয়েছে। দ্বিতীয় বৃহত্তর মুসলিম দেশ হিসেবে মুসলিম উম্মার প্রতিও যথাযথ দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করা হয়েছে। জোট সরকারের যাত্রালগ্নে বৃটিশ ও গণচীনের প্রধানমন্ত্রী ঢাকা সফর জোট সরকারের প্রতি আন্তর্জাতিক কমিউনিটির

www.pathagar.com

আস্থারই পরিচয় বহন করে। জোট সরকারের দায়িত্বভার গ্রহণের একটি পটভূমি ১১ই সেপ্টেম্বর কেন্দ্রিক এবং আর একটি পটভূমি বিগত সরকারের দুঃশাসনের ফলে ভেঙ্গে পড়া বিধ্বস্ত, বিপর্যস্ত অর্থনীতির উপরে ভিত্তি করে এই সরকারকে যাত্রা শুরু করতে হয়েছে।

মাননীয় স্পীকার,

এই মাত্র ৯ মাসে জোট সরকার তার রাজনৈতিক অঙ্গীকারকে ভিত্তি করে আইনের শাসন কার্যকর করার মাধ্যমে গুড গভর্ণেন্সের নিশ্চিত করার বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। সার ব্যবস্থাপনা, পরিবেশন দূষণমুক্ত করণ ও নকল প্রবণতা প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রেও এ সরকার অত্যন্ত সফলতা দেখাতে সক্ষম হয়েছে। স্বনির্ভরতার জন্য ব্যয় সংকোচ, অপচয় রোধের ক্ষেত্রে যথাযোগ্য পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। ন্যাম সম্মেলন বাতিল এর একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

মাননীয় স্পীকার,

প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিটেন্স বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও সরকার বাস্তবপদক্ষেপ নিয়েছেন। অবৈধ পন্থায় বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেন বন্ধ করার জন্য মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন প্রবর্তন তার একটা সাফল্যের অন্যতম দিক।

মাননীয় স্পীকার,

সবার জন্য শিক্ষা কার্যক্রমকে জোরদার করার লক্ষ্যে একজন ছাত্রের জন্য ১০০ টাকা একাধিক হলে ১২৫ টাকা প্রদানের ব্যবস্থা এটা একটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত। মেয়েদের উপবৃত্তি দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত সম্প্রসারণ এটা একটি উল্লেখযোগ্য কাজ। কৃষি খাতে ভর্তূকী দ্বিগুণ করা, কৃষিজাত শিল্প গড়া, রফতানিকে উৎসাহিত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

মাননীয় স্পীকার,

প্রস্তাবিত বাজেটের বৈশিষ্ট্য যদি আমাকে বলতে হয় এ বাজেট তৈরীর আগে মাননীয় অর্থমন্ত্রী ব্যাপক আলোচনার ব্যবস্থা করেছিলেন। প্রাক্তন অর্থমন্ত্রীদের সাথে তিনি মত বিনিময় করেছেন। সে সাথে আমরা বিশ্বাস করি আলোচনার মাধ্যমে যৌক্তিক কোনো সংশোধনী আসলে জনগণের এ সরকার সেগুলোকে যথাযথ মূল্যায়ন করবেন। স্বনির্ভরতার সংকল্প বাস্তবায়নের পদক্ষেপ এ বাজেটে প্রতিফলিত হয়েছে। অতীত সরকার রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে যে সমস্ত অনুৎপাদনশীল প্রকল্প গ্রহণ করেছিলো সে

www.pathagar.com

গুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বাদ দেয়া হয়েছে। উন্নয়ন বাজেটে স্থানীয় সম্পদের যোগান থাকবে শতকরা ৫৫% বৈদেশিক সাহায্য থেকে আসবে শতকরা ৪৫%। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর শতকরা ৪৩% বরাদ্দ করা হয়েছে দারিদ্র বিমোচনের ক্ষেত্রে।

মাননীয় স্পীকার,

বিগত সরকার শেয়ার মার্কেট কেলেঙ্কারীর মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক মেরুদন্ড ভেঙ্গে দিয়েছিলো বর্তমান সরকার শেয়ার বাজার চাঙ্গা করার জন্য বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন।

মাননীয় স্পীকার,

এ প্রস্তাবিত বাজেট সম্পর্কে নেতিকবাচক যে সমস্ত সমালোচনা এসেছে আমি তার দু'একটির ব্যাপারে কিছু বলতে চাই। বিরোধী দলীয় নেত্রীর পক্ষ থেকে সংসদের বাইরে এ বাজেটকে ভাতে মারার বাজেট নামে উল্লেখ করা হয়েছে।

মাননীয় স্পীকার,

আমি পরিষ্কার বলতে চাই ধান, চালের ওপরে এ বাজেটে কোনো নতুন কর আরোপ করা হয়নি। অতএব, ভাতে মারার বাজেট হিসেবে এ বাজেটকে উল্লেখ করার কোনো scope নেই বরং ভাতের নিশ্চয়তার জন্য কৃষিতে ভর্তুকি বিগত সরকারের তুলনায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি করা হয়েছে।

মাননীয় স্পীকার,

কর বৃদ্ধির অভিযোগ করেছেন বিরোধীদলীয় নেত্রী এবং সাবেক অর্থমন্ত্রীও। আমরা পরিস্কারভাবে বলতে চাই, আওয়ামী আমলে ১১ হাজার ৩ শত কোটি থেকে তাদের ৫ বছরে ২০ হাজার ৭ শত ৩০ কোটি টাকায় পৌঁছেছিল কর। বছরে যার গড় হয় ১৮ শত ৮৬ কোটি টাকা। বর্তমান ২০০২ - ২০০৩ সালের বাজেটে কর বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে মাত্র ১৪ শত ৯১ কোটি, যা আওয়ামী আমলের চেয়ে প্রায় ৪ শত কোটি টাকা কম। খাদ্য শস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিগত সরকার বেশ গালভরা দাবী করে থাকেন। কিন্তু রেকর্ড বলছে, বিএনপি সরকার আমলে ১৯৯১ সাল থেকে ৯৫ সাল পর্যন্ত বছরে খাদ্য শস্য আমদানির পরিমাণের গড় ছিল ১৭ লক্ষ ৪৩ হাজার মেট্রিক টন। আর আওয়ামী সরকারের আমলে ১৯৯৬ সাল থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত খাদ্য আমদানির গড়ছিল ২৪ লক্ষ ১৩ হাজার মেট্রিক টন, অতএব খাদ্যের স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন এবং উৎপাদন বৃদ্ধির যে দাবী তারা করে থাকেন তার পিছনে কোন সার বস্তু নেই।

www.pathagar.com

মাননীয় স্পীকার,

সাবেক অর্থমন্ত্রী এই বাজেট সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন যে, এই বাজেটে মন্দা কাটিয়ে উঠা বা মোকাবেলার কোন ব্যবস্থা নেই। শেয়ার কেলেঙ্কারির সময়ে তিনি বলেছিলেন যে তিনি শেয়ার মার্কেট বুঝেন না। শেয়ার মার্কেট না বোঝলেও মন্দা কাটিয়ে উঠার বিষয়টি তার বোধগম্য না হওয়ার কথা নয়। কিন্তু জেনেশুনে তিনি এটা চেপে গেছেন। বর্তমান গোটা বাজেটের লক্ষ্যই হলো উৎপাদন বৃদ্ধি, বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধির মাধ্যমে জনগণের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি করা। অতএব, এটাই মন্দা কাটিয়ে উঠার বাস্তব পদক্ষেপ।

মাননীয় স্পীকার,

তাদের ব্যাংক থেকে ঋণ নেয়ার কারণে বিনিয়োগ ব্যবস্থা বিঘ্নিত হয়েছিল। পুনরায় যাতে এ ঘটনা না ঘটে সে ব্যাপারে বর্তমান সরকার বাস্তবমুখী পদক্ষেপ নিয়েছে।

মাননীয় স্পীকার,

এ কয়টি কথা বলার পর তারা ১লা অক্টোবরের নির্বাচন সম্পর্কে যে প্রশ্ন তুলেছেন, সে ব্যাপারে আমি বেশী কিছু বলতে চাই না। মূলত ১লা অক্টোবরের নির্বাচনকে তারা নিজেদের খাতে প্রবাহিত করার জন্য প্রশাসনকে নিজেদের মত করে সাজিয়েছিলেন। তাদের দলীয় লোকদেরকে অবৈধ অস্ত্রে সজ্জিত করেছিলেন। আর একশ্রেণীর লোকদেরকে কালো টাকার মালিক বানিয়েছিলেন। এই ৩ শক্তির মাধ্যমে ১লা অক্টোবরের নির্বাচনে জয়ী হওয়ার স্বপ্ন তারা দেখেছিলেন। কিন্তু চারদলীয় ঐক্যজোটের পক্ষে গণজোয়ার সৃষ্টি হওয়ার কারণে এর কোনটিই তাদের কাজে লাগেনি।

মাননীয় স্পীকার,

তারা যে হুল কারচুপির অভিযোগ এনেছেন, মূলত স্থূল কারচুপির আশ্রয় তারাই নিয়েছিলেন। যেহেতু মাননীয় স্পীকার, আপনি হলুদ বাতি জ্বালিয়েছেন, সে কারণে আমি আর সেদিকে যেতে চাই না।

মাননীয় স্পীকার,

তারা সন্ত্রাসের প্রশ্ন তুলেছেন। সন্ত্রাসের ব্যাপারে আমি এতটুকুই বলতে চাই, বর্তমান সরকারের আমলে কোন রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস নেই। বর্তমান সরকারের আমলে কোন গড ফাদারকে আশ্রয় প্রশ্রয় দেয়া হচ্ছে না। বর্তমান সরকারের পক্ষ থেকে আইন আপন গতিতে চলবে বলা হয়েছে। সন্ত্রাসী যেই হোক, তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়ার

www.pathagar.com

কথা বলা হয়েছে। আওয়ামী আমলে জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের ছাত্রনেতা ধর্ষনের সেঞ্চুরী উদযাপন করেছিল, ইতিহাস সাক্ষী। শেখ হাসিনার সরকার সেই সেঞ্চুরী উদযাপনকারীর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। বর্তমান সরকারের আমলে মন্ত্রী পুত্রকে গ্রেফতার করা হয়েছে, এমপিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অতএব, সন্ত্রাসীদের ব্যাপারে বর্তমান সরকারের নিরপেক্ষ ভূমিকা সন্ত্রাস দমণের সংকল্পের প্রমাণ বহন করে। মাননীয় স্পীকার, আপনি জানেন বিগত ৫ বছরে তারা যে সন্ত্রাস চালিয়েছিল এই সন্ত্রাসের কারণে গোটা দেশবাসীর মনে ক্ষোভ ছিল, বিক্ষোভ ছিল। তাদেরকে একটু সুযোগ দিলে নির্বাচনের পর প্রতিহিংসা পরায়ণ ঘটনা ঘটাতে পারত। কিন্তু মাননীয় স্পীকার, আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া বিজয় উৎসব পালন পর্যন্ত নিষেধ করেছিলেন এবং তিনি বলেছিলেন, ওরা যে ভাষায় কথা বলেছে আমরা সে ভাষায় কথা বলবো না, ওরা যা করেছে তা আমরা করবো না।

মাননীয় স্পীকার,

এই সংসদেও দেখা গেছে মাননীয় বিরোধী দলীয় নেত্রী দীর্ঘক্ষণ বক্তৃতা রাখলেন, এখান থেকে তাঁর প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করে ধৈর্যের সাথে বক্তব্য শোনা হয়েছে। কিন্তু যখন এদিক থেকে জনাব মান্নান ভূঁইয়া কথা বললেন, সারাক্ষণ তারা সেখানে হৈ-চৈ করলেন। এরপর আবার যখন আব্দুস সামাদ আজাদ সাহেব কথা বললেন, এদিকে নীরবতা পালন করে বক্তব্য শোনা হলো; কিন্তু এখান থেকে আবার যে কেউ দাঁড়িয়েছেন, তারা হৈ-চৈ করেছেন। অতএব, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে ঘোষণা দিয়েছিলেন, তার উপরে জোট সরকার প্রতিষ্ঠিত আছে।

মাননীয় স্পীকার,

তারা তালেবানের প্রসঙ্গ তোলেন। আমি এ ব্যাপারে পরিষ্কার করে বলতে চাই, তারা ক্ষমতায় থাকতে ৭৬কে.জি. ওজনের বোমার যে নাটক সৃষ্টি করেছিলেন, এর পিছনে কারা ছিলো এর রহস্য উদঘাটন করে যাননি। উদীচী অনুষ্ঠানে বোমা হামলাকে কেন্দ্র করেও তালেবান, হারকাতুল জেহাদ ইত্যাদি নাম উচ্চারণ করা হয়েছিলো, কিন্তু তারা ক্ষমতায় থাকাকালে কারা এর জন্য দায়ী এটা প্রমাণ করে যাননি। এমনিভাবে রমনা বটমূলের ঘটনা, নারায়ণগঞ্জের বোমা হামলার ঘটনার কোনো একটিও তারা প্রমাণ করে যাননি। ক্ষমতায় থাকতে যারা তালেবানের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারেন নি, হারকাতুল জেহাদের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারেননি, নির্বাচনে পরাজয় বরণ করার পর তাদের কোনো রাজনৈতিক প্রভূকে আফগানিস্তানে যেভাবে যুদ্ধ করে তালেবান সরকার উৎখাত করে কারজাই সরকারকে বসানো হয়েছে, সম্ভবতঃ অনুরূপ আশায় বুক বেঁধে তারা তালেবানের ধোঁয়া তুলে বিশ্বব্যাপী প্রচারণার আশ্রয় নিয়েছেন।

www.pathagar.com

মাননীয় স্পীকার,

আমি শুনেছিলাম নির্বাচনের মাত্র কয়েকদিন পরে তাদের একজন নেতা পরাজিতহয়ে এলাকায় গিয়ে বলেছিলেন, তোমরা একটু ধৈর্য ধর, ৬ মাসের মধ্যে আবার আমরা ক্ষমতায় ফিরে আসছি। ৬ মাস পরে ক্ষমতায় ফিরে আসার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেই তারা সারা বাংলাদেশে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ চালিয়েছে। এমনকি গুজরাটের ঘটনাকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের ময়দান উত্তপ্ত করার চেষ্টা চালিয়েছে, কিন্তু বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ, শান্তি -শৃঙ্খলার দেশ, অতএব, চক্রান্ত-ষড়যন্ত্র সফল হতে পারেনি।

মাননীয় স্পীকার,

আবদুর রাজ্জাক সাহেব আমার নাম নিয়ে কিছু Patent গালি ব্যবহার করেছেন। এই ব্যাপারে আমি শুধু এতোটুকুই বলতে চাই, তাদের পক্ষ নিলেই বীর উত্তম হয়ে যায়; তাদের বিপক্ষে অবস্থান নিলে স্বাধীনতার ঘোষক পাকিস্তানের এজেন্ট হয়ে যায় আর সেক্টর কমান্ডার রাজাকার হয়ে যায়। এটাকেই বলে স্ববিরোধীতা, এটাকেই বলে double standard। মাননীয় স্পীকার, তাদের মন্ত্রিসভায় মালেক মন্ত্রিসভার সদস্য নিলে তাদের সতীত্ব নষ্ট হয় না।

মাননীয় স্পীকার,

আমি তাদের এই গালিতে বিচলিত হই না বরং একটু পুলকিত হই। কারণ তাদের ব্যাপারটি দেশবাসী ভালো করে জানেন। ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের অবস্থান, ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫-এ কি ছিলো দেশবাসী জানে। ১৯৯৬ সাল থেকে ২০০১ সালে ইসলামের বিরুদ্ধে, মুসলিম উম্মার বিরুদ্ধে, শান্তিকামী মানুষের বিরুদ্ধে তারা কি অবস্থান নিয়েছিলেন, দেশবাসী জানে। অতএব, তাদের গালি আমাদের জন্য আশির্বাদ।

মাননীয় স্পীকার,

১৯৯৫-৯৬ এ তাদের গালিটা বন্ধ হয়েছিলো, এতে তাদের একটু লাভ হয়েছিলো, তারা ক্ষমতায় আসার সুযোগ পেয়েছিলেন; কিন্তু আমাদের সর্বনাশ হয়েছিল, আমাদের ১৮টি আসন থেকে আসন সংখ্যা ৩টিতে নেমে এসেছিলো। অতএব, তারা গালি দিলে বিচলিত হই না বরং দোয়া করি আল্লাহ তায়ালা তাদের গালিতে আরো বরকত দান করুন। তারা ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত এই গালিটি তীব্র করার কারণে তাদেরকে এখান থেকে ওখানে যেতে হয়েছে, আর আমরা ১৯৯৬তে ১৮ থেকে ৩-এ

www.pathagar.com

নেমে এসেছিলাম, তাদের এই গালির বরকতে আমাদেরকে আল্লাহ তায়ালা আবার আগের অবস্থানে নিয়ে এসেছেন। মাননীয় স্পীকার, অতএব, তাদের এই গালিতে আমরা বিচলিত হই না। আমাদের ঐক্যের ভিত্তি ইতিবাচক রাজনীতির পাশাপাশি আওয়ামী নেতৃবৃন্দের ভাষা এবং আচরণ। বেগম খালেদা জিয়ার শক্তির উৎস তার ইতিবাচক রাজনীতির পাশাপাশি আওয়ামী নেতৃবৃন্দের মুখের ভাষা এবং আচরণ।

মাননীয় স্পীকার,

বিরোধী দলীয় নেত্রীর বিরুদ্ধে নিন্দা প্রস্তাব নেয়া হয়েছে এই জন্য তারা ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। এই নিন্দা প্রস্তাব দুঃখজনক আমিও মনে করি। কিন্তু যেই দুঃখজনক পরিস্থিতিতে এই নিন্দা প্রস্তাব হাউজকে নিতে হয়েছে সেই পরিস্থিতি তাদের সৃষ্ট, তারাই এটা সৃষ্টি করেছেন। মাননীয় স্পীকার, আমি এই মুর্হূতে একটি কথা বলতে চাই আমরা যে প্রতিদিন কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে হাউজের সূচনা করি। এই কোরআন শুধু শোনার জন্য নয়, আনুষ্ঠানিকতার জন্য নয়। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগের জন্য। এই কোরআন যে আচরণ বিধি নির্দেশনা দিয়েছে, ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে যেই নির্দেশনা দিয়েছে আমরা যদি সেটা অনুসরণ করতে পারতাম তাহলে আমাদের মধ্যে প্রতিহিংসা পরায়ণতার পরিবর্তে শান্তি, সমঝোতা, সম্প্রীতির পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারত। মাননীয় স্পীকার, আপনি জানেন ফেরাউন সারা দুনিয়ায় জালেমের প্রতিকৃতি, সবচেয়ে ঘৃণিত ব্যক্তি। এই ফেরাউনের কাছে যখন আল্লাহ তায়ালা মূসা (আ.) ও হারুন (আ.)কে পাঠিয়েছিলেন। তাদের প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন ফেরাউনের সাথে কথা বলবে ভদ্র ভাষায়।

মাননীয় স্পীকার,

মূর্তি পূঁজার বিরুদ্ধে কোরআনের অবস্থান সকলে জানেন। কিন্তু এই মূর্তিকে গালি দিতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ মূর্তি পূঁজারী, মূর্তিকে যারা ভক্তি শ্রদ্ধা করে তারা যেন প্রতিক্রিয়া স্বরূপ উল্টা গালাগালি করার সুযোগ না পায়। মাননীয় স্পীকার, হাদিস শরীফে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন-তোমরা তোমাদের নিজেদের মা-বাপকে গালি দিও না। প্রশ্ন করা হলো নিজের মা-বাপকে কেউ গালি দেয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন তুমি যদি অন্যের মা-বাপকে গালি দাও, এর প্রতি উত্তরে সে তোমার মা-বাপকে গালি

www.pathagar.com

দিবে। এর দায়ভার তোমাকে বহন করতে হবে। মাননীয় স্পীকার, হাদিস শরীফে আরো একটি কথা বলা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন - তোমরা দুটি অঙ্গের হেফাজতের দায়িত্ব গ্রহণ কর, আমি তোমাদের জন্য জান্নাতের দায়িত্ব গ্রহণ করব। তার একটি হলো জমান। মাননীয় স্পীকার, যদি বিরোধী নেত্রী শেখ হাসিনা জিয়ার মাজারে লাশ নেই এই কথাটি না বলতেন তাহলে এই হাউজ উত্তপ্ত হত না। তার বিরুদ্ধে নিন্দা প্রস্তাবের কোন প্রশ্ন আসত না। এই প্রশ্ন তিনি সৃষ্টি করেছেন।

মাননীয় স্পীকার,

১৯৮১ সালে দিল্লী থেকে শেখ হাসিনা প্রত্যাবর্তনের অল্পদিন পরে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের মর্মান্তিক শাহাদাতের ঘটনা ঘটল। এটার সাথে শেখ হাসিনার কোন যোগ-সাজোশ আছে কি না? ২০/২১ বছরে এটা কেউ আলোচনা করতে যায় নাই। তিনি এই শাহাদাতের দিনে বি.বাড়িয়া গিয়ে বর্ডার পার হয়ে ওপারে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করছিলেন। বিডিআর-এর হাতে পাকড়াও হয়েছিলেন। সেই বিষয়টি নিয়েও কেউ নাড়াচাড়া করেন নাই। কিন্তু যখন তিনি বেসামাল উক্তিটি করলেন তখনই তার বিরুদ্ধে হাউজে কথা-বার্তা হলো। অতএব মাননীয় স্পীকার, আমি আপনার মাধ্যমে সকল রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কাছে আবেদন রাখতে চাই যে, আমাদের কথার মাধ্যমে বা কথাকে কেন্দ্র করে দেশে লঙ্কাকান্ড ঘটে যেতে পারে, আগুন লাগতে পারে। এজন্য রাজনীতিবিদদের ভাষা সব সময় শালীন এবং সংযত হওয়া উচিত।

মাননীয় স্পীকার

আমি আর একটি আপীল করে আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই। মাননীয় স্পীকার, আমি কিশোর জীবনে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করছি। ঐ দিকে কয়েকজন আছেন যারা ছাত্র জীবনে রাজনীতি করেছেন। এই দিকেও কয়েকজন আছেন যারা ছাত্র জীবনে রাজনীতি করেছেন। আমার নিজের ছাত্র জীবনের স্মৃতি স্মরণ হলে এখনও মনে হয় আমতলা বা বটতলায় দাঁড়িয়ে কথা বলছি। কিন্তু যখন আয়নার সামনে দাঁড়াই পাকা দাঁড়িগুলো বলে দেয় কবর অতি নিকটে মাননীয় স্পীকার এখানে মান্নান ভূইয়া সাহেব আছেন, ছাত্র জীবনে তারুণ্য নিয়ে রাজনীতি করেছেন। ওবায়দুর রহমান সাহেব আছেন, ডাকসুর জি.এস. ছিলেন তারুণ্য নিয়ে রাজনীতি করেছেন। তোফায়েল সাহেব আসেন নাই। আঃ রাজ্জাক সাহেব এসেছেন। আমি যেই আবেদনটুকু রাখতে চাই

www.pathagar.com

আমাদের সকলের ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনি বিদেশে পাড়ি জমাতে পারবে না। অতএব, রাজনীতির অঙ্গন থেকে সবাই মিলে প্রতিহিংসা-পরায়ণতাকে পরিহার করি। নেতিবাচক বিক্ষোভ-নির্ভর রাজনীতি পরিহার করে ইতিবাচক দেশ গড়ার রাজনীতির সূচনা করি। মাননীয় বিরোধী দলীয় নেত্রী প্রধানমন্ত্রী থাকা অবস্থায় অনেকগুলো সুন্দর সুন্দর কথা বলেছেন। ইতিবাচক রাজনীতির কথা তিনি বলেছেন। দেশ গড়ার কথা বলেছেন। নেতিবাচক বিক্ষোভ-মুখর রাজনীতি পরিহারের জন্য আমাদেরকে নসিহত করেছেন। সেই সাথে এটাও বলেছিলেন, তিনি বিরোধী দলে আসলে হরতাল করবেন না। আল্লাহ তায়ালা তাকে একটা সুযোগ দিয়েছেন। তিনি প্রধানমন্ত্রীর চেয়ারে বসে যে সুন্দর সুন্দর নসিহতগুলো করেছিলেন। এই নসিহতগুলো সময়মত কাজে লাগান কিনা, সেটা দেখার একটা সময় এসেছে। তিনি বিভিন্ন দেশে ধর্ণা দিয়ে অনেক ডক্টরেট ডিগ্রী অর্জন করেছেন। এগুলোর মাধ্যমে তিনি যে, সম্মান অর্জন করতে পারেননি, যদি তার বলা কথাগুলো তিনি রক্ষা করেন, নেতিবাচক, বিক্ষোভমুখর প্রতিহিংসা-পরায়ণ রাজনীতি পরিহার করে ইতিবাচক দেশ গড়ার রাজনীতি তিনি শুরু করেন, বিরোধী দলে থেকেও সরকারের সহায়ক শক্তি হিসেবে দেশের মৌলিক বিষয়ে, দারিদ্র বিমোচনের বিষয়ে, সন্ত্রাস নির্মূলের বিষয়ে, আইনের শাসন কার্যকর করার বিষয়ে যদি তিনি ভূমিকা রাখেন, তাহলে ডক্টরেট ডিগ্রীগুলো অর্জন করে যে সম্মান তিনি চেয়েছিলেন, পাননি, তারচেয়ে অনেক অনেক বেশী সম্মান তিনি অর্জন করতে পারবেন। অতএব, মাননীয় স্পীকার, আমি আবেদন করছি দেশের স্বার্থে, আগামী প্রজন্মের স্বার্থে, আগামী প্রজন্মের নতুন বংশধরদের স্বার্থে বিক্ষোভমুখর নেতিবাচক রাজনীতি পরিহার করে আসুন, আমাদের এই প্রিয় জন্মভূমিকে স্বনির্ভর সমৃদ্ধ বাংলাদেশে পরিণত করি পারস্পরিক সহমর্মিতা ও সহযোগিতার ভিত্তিতে। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ প্রতিপক্ষের মোকাবেলা করবে যুক্তির মাধ্যমে, বুদ্ধির মাধ্যমে, শক্তির মাধ্যমে নয়। প্রতিহিংসা-পরায়ণতার মাধ্যমে আর যাই হোক, দেশবাসীর কল্যাণ হতে পারে না। কারও কল্যাণ হতে পারে না। তাদেরও কল্যাণ হবে না। আল্লাহ তায়ালার মেহেরবাণীতে চারদলীয় জোট দুই -তৃতীয়াংশের বেশী সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে। এই কারণে সরকার অত্যন্ত আত্ম-প্রত্যয়ের সাথে সামনে অগ্রসর হতে পারে, হওয়ার সকল সুযোগ আছে। তারপরও গণতন্ত্রকে অর্থবহ করার জন্যে বিরোধী দলকে আমরা সুযোগ দিতে চাই, এই পার্লামেন্টে এসে তারা কথা বলুক।

www.pathagar.com

মাননীয় স্পীকার,

আপনার কাছে আমি সুপারিশ রাখব, আমরা প্রথম দিন বলেছিলাম, বিরোধী দলকে একটু বেশী সুযোগ দিবেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ওরা যা করেছে, তা আমরা করব না। অতএব, তাদেরকে একটু বেশী সুযোগ দেবেন তবে কার্যপ্রণালী বিধির ব্যাপারে আপোষহীন থাকতে হবে।

আল্লাহ্ হাফেজ
বাংলাদেশ জিন্দাবাদ

www.pathagar.com

৮ম জাতীয় সংসদের ৬ষ্ঠ অধিবেশনে
মহামান্য রাষ্ট্রপতির ভাষণের উপর আনীত ধন্যবাদ
প্রস্তাব প্রসঙ্গে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের আমীর ও
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় কৃষিমন্ত্রী
মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর ভাষণ
তারিখঃ ৯ মার্চ, ২০০৩ ইং

মাননীয় স্পীকার,

মহামান্য রাষ্ট্রপতির ভাষণের উপর আনীত ধন্যবাদ প্রস্তাব প্রসঙ্গে আলোচনার সুযোগ পাওয়ায় আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের শুকরিয়া আদায় করছি এবং সেই সাথে আপনাকেও জানাচ্ছি আন্তরিক ধন্যবাদ।

মাননীয় স্পীকার,

২০০১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বরের ঘটনার প্রেক্ষাপটে আন্তর্জাতিক বিশ্ব পরিস্থিতির উপরে যে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছিল সেই পরিস্থিতির পটভূমিতে এবং বিগত সরকারের সময় সৃষ্ট পুঞ্জিভূত সমস্যা নিয়ে বর্তমান সরকার দায়িত্বভার গ্রহণ করে। এই প্রেক্ষাপটে বর্তমান জোট সরকার এক বছর কয়েক মাসে যে কার্যক্রম পরিচালনা করেছে তার উপরে বস্তুনিষ্ঠ মুল্যায়ন এবং জাতীয় ইস্যুতে ঐকমত্যের আহ্বান জানিয়ে মহামান্য রাষ্ট্রপতি যে মূল্যবান ভাষণ দিয়েছেন আমি সেই ভাষণের জন্যে আপনার মাধ্যমে তাঁকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ এবং তাঁর ভাষণের উপর আনীত ধন্যবাদ প্রস্তাবের প্রতি সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শুরু করতে চাই।

মাননীয় স্পীকার,

ছোট হয়ে আসছে পৃথিবী, গোটা বিশ্ব আজ একটি গ্লোবাল ভিলেজ। অতএব বিশ্ব পরিস্থিতি থেকে দুনিয়ার কোন দেশ বিচ্ছিন্ন থাকতে পারে না, বিশ্বের সচেতন কোন নাগরিকও বিচ্ছিন্ন থাকতে পারে না। অতএব মাননীয় স্পীকার, আজ এক পরাশক্তির আয়োজিত একটি অপ্রয়োজনীয়, অযৌক্তিক এবং অন্যায় যুদ্ধের আশঙ্কা গোটা বিশ্বের শান্তিকামী মানুষের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে, উদ্বেগ উৎকণ্ঠার সৃষ্টি করেছে।

এই আতঙ্ক, উৎকণ্ঠা, উদ্বেগ আমার, আপনার, সকলের মনে আছে। এই উদ্বেগের কারণে ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়েই আমাকে কথা শুরু করতে হচ্ছে।

মাননীয় স্পীকার,

ইরাক মধ্যপ্রাচ্যের একটি আরব মুসলিম রাষ্ট্র। পশ্চিমা বিশ্বের কাছে আধুনিক, আরব জাতীয়তাবাদী প্রগতিশীল দেশ হিসেবে পরিচিত ছিল। আজকে ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, পরাশক্তি আমেরিকার এক অযৌক্তিক অন্যায় যুদ্ধটির লক্ষ্য এই দেশটি।

www.pathagar.com

খোদা নাখাস্তা যদি যুদ্ধ শুরুই হয় তাহলে শুধু ইরাকবাসী ক্ষতিগ্রস্ত হবে বিষয়টি এমন নয়, শুধু মধ্যপ্রাচ্য ক্ষতিগ্রস্ত হবে ব্যাপারটি এমনও নয়, শুধু মুসলিম উম্মাহ্ ক্ষতিগ্রস্ত হবে বিষয়টি এমনও নয়, এই যুদ্ধের পরিণতি গোটা বিশ্বব্যাপী অশান্তির আগুন জ্বালিয়ে দেবে। এই যুদ্ধের পরিণতিতে মধ্যপ্রাচ্যে কর্মরত বিভিন্ন দেশের নাগরিকরাও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তারা যে সব দেশের নাগরিক তারাও ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং আমি মনে করি এই যুদ্ধের পরিণতিতে বিশ্ব সভ্যতা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। মানবতা, মনুষ্যত্বের একটি বিপর্যয় সৃষ্টি হবে।

মাননীয় স্পীকার,

যদিও আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের অজুহাত তুলে এই যুদ্ধের আয়োজন হচ্ছে, প্রস্তুতি হচ্ছে। আমি বিশ্বাস করি—এই যুদ্ধের পরিণতি আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদকে আরো উস্কে দেবে, এর মাত্রা আরো বৃদ্ধি করবে। এ জন্যই বিশ্বের শান্তিকামী সকল মানুষের মনে এ নিয়ে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সারা দুনিয়াব্যাপী জনমত আজ যুদ্ধের বিরুদ্ধে, শান্তির পক্ষে। ছয় শতাধিক শহরে এই যুদ্ধের বিরুদ্ধে, শান্তির পক্ষে শান্তিকামী মানুষের বিক্ষোভ মিছিল, সমাবেশ প্রমাণ করে বিশ্ব বিবেক এখনো জাগ্রত আছে। আমি বাংলাদেশের পক্ষ থেকে বিশ্বব্যাপী শান্তির পক্ষে, যুদ্ধের বিপক্ষে, যারা অবস্থান নিয়েছেন তাদেরকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

মাননীয় স্পীকার,

বাংলাদেশ একটি গণতান্ত্রিক দেশ, শান্তিকামী দেশ। বাংলাদেশও এই ব্যাপারে পিছিয়ে নেই। প্রতিদিন বাংলাদেশের রাজধানী শহর সহ বিভিন্ন জায়গায় যুদ্ধের বিপক্ষে, শান্তির পক্ষে মিছিল হচ্ছে। গত বৃহস্পতিবারে এই যুদ্ধের বিরুদ্ধে, শান্তির পক্ষে রাজধানী শহরে জনসমুদ্র সৃষ্টি হয়েছিল। মানুষের ঢল নেমেছিল।

মাননীয় স্পীকার,

কিছুদিন আগে মালয়েশিয়ায় Non Aligned Movment এর যে শীর্ষ সম্মেলন হয়ে গেল এই সম্মেলনও এই যুদ্ধের বিপক্ষে তাদের অবস্থান স্পষ্ট ঘোষণা করেছে। এই সম্মেলনে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যুদ্ধের বিপক্ষে, শান্তির পক্ষে বাংলাদেশের সঠিক প্রতিনিধিত্ব করেছেন। ন্যাম সম্মেলনের Immediat পরে তাৎক্ষণিকভাবে সেখানে ওআইসির সম্মেলন হয়েছিল, সেই সম্মেলনের পক্ষ থেকেও এই যুদ্ধের বিপক্ষে ভূমিকা রাখা হয়েছে।

আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সেখানেও বাংলাদেশকে সঠিকভাবে উপস্থাপন করেছেন। সম্প্রতি কাতারে ওআইসির সম্মেলন হয়ে গেল। এই সম্মেলনও যুদ্ধের বিপক্ষে, তাদের অবস্থান স্পষ্ট ঘোষণা করেছে। বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসাবে

www.pathagar.com

আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসাবে আমাদের মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীও সেখানে বাংলাদেশকে সঠিকভাবে উপস্থাপন করেছেন।

মাননীয় স্পীকার,

আরব লীগও এই যুদ্ধের বিপক্ষে তাদের মতামত ব্যক্ত করেছে। সেই সাথে ফ্রান্স, জার্মান, রাশিয়া, চীন জোরালোভাবে এই যুদ্ধের বিপক্ষে তাদের অবস্থান স্পষ্ট ঘোষণা করেছে। এরপরও যদি যুদ্ধ হয় এবং জাতিসংঘকে পাশ কাটিয়ে যুদ্ধ হয় অথবা জাতিসংঘ কোন শক্তির ডিকটেশনের কাছে নতি স্বীকার করে যুদ্ধের পক্ষে সিদ্ধান্ত দেয়, তাহলে এই জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক সংস্থা হিসাবে তার কার্যকারিতা হারাবে।

মাননীয় স্পীকার,

এই অবস্থাকে সামনে রেখে আজকে আমরা এই পার্লামেন্টে কথা বলছি। এই যুদ্ধজনিত বিশ্বব্যাপী আতঙ্ক, আশঙ্কার পাশাপাশি বাংলাদেশের জন্যে দু'টো ইস্যু আরো অতিরিক্ত বিব্রতকর অবস্থার সৃষ্টি করেছে। একটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক রেজিষ্ট্রেশন তালিকাভুক্তি এবং আরেকটি- ভারতীয় নাগরিকদের বাংলাদেশে ঠেলে দেয়ার দুঃখজনক ইস্যু। এই ইস্যু দু'টির বিপক্ষেও তেমনি জাতীয় ঐকমত্য গড়ে উঠা উচিত ছিল, যেভাবে বাংলাদেশের দলমত নির্বিশেষে সকলে যুদ্ধের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। আমি বিশ্বাস করি, বাংলাদেশের সর্বস্তরের জনগণও এ দুইটি ইস্যুরও বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে। কিন্তু মাননীয় স্পীকার, দুঃখের সাথে বলতে হয়, প্রধান বিরোধী দল মানে পাওয়ারের Alternative। এই ইস্যু দু'টির ব্যাপারে যে মনোভাব পোষণ করে তা আমাদের সর্বস্তরের জন-মানুষের জন্য বিব্রতকর, বিড়ম্বনাকর। এই ইস্যুতে প্রধান বিরোধী দলের ভূমিকা যতটা দায়িত্বশীল হওয়া উচিত ছিল আমার মনে হয় ততটা দায়িত্বশীল ভূমিকা তারা রাখতে পারেননি।

মাননীয় স্পীকার,

যুক্তরাষ্ট্রের রেজিষ্ট্রেশন তালিকাভুক্তি ইস্যুতে বিরোধী দলের পক্ষ থেকে একটি রেজুলেশন ও বিবৃতি দেয়া হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূতের সাথে সাক্ষাতের সময় মাননীয় বিরোধী দলীয় নেত্রী এ ব্যাপারে বক্তব্য রেখেছেন, এ জন্যে আমি ধন্যবাদ জানাই। কিন্তু এই তালিকাভুক্তির পরপর তারা বিভিন্নভাবে যে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন, সরকারকে ব্যর্থ বলে উল্লেখ করতে গিয়ে তারা যে সমস্ত কথাবার্তা

www.pathagar.com

বলেছেন তাতে মনে হয় তারা পুলকিত হয়েছেন। তাদের একজন নেতা বলেছেন, তালিকাভুক্ত করবে না? তাদের দলে অমুক আছে, অমুক আছে।

এইভাবে সরকারকে দায়ী করে, সরকারের ব্যর্থতা প্রমাণ করে তারা তাদের সাফল্যের দাবী করতে চান। এই সাফল্যটা তাদের হতেও পারে। কিন্তু দেশ ও জাতির জন্যে এটা কাম্য নয়, কল্যাণকর নয়।

মাননীয় স্পীকার,

তারা এই ইস্যুতে সরকারকে দায়ী করাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তাদের প্রবাসী সংগঠন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানরত আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে State Department এ একটি স্মারকলিপি পেশ করা হয়েছে। সেই স্মারকলিপিতে তালিকা থেকে বাংলাদেশকে বাদ দেয়ার জন্যে কিছু শর্ত দেওয়া হয়েছে। এই শর্ত দেয়াটাই প্রকারান্তরে, এই তালিকাভুক্তি তাদের কাম্য ছিল এটা প্রকাশ করা হয়েছে। আমি কথা বলতাম না যদি আওয়ামী লীগের মূল দলের পক্ষ থেকে ঐ স্মারকলিপি যারা দিয়েছেন তাদেরকে Disown করা হতো।

তাদের Unauthorised বলে ঘোষণা করা হতো তাহলে এটা বলতাম না। তারা এ ব্যাপারে নীরব আছেন। তার মানে ঐ স্মারকলিপির দায়-দায়িত্ব তারা গ্রহণ করেছেন।

মাননীয় স্পীকার,

কথার পিঠে কথা আসে, তারা যখন এ ব্যাপারে সরকারকে দায়ী করছেন তখন তাদের দায়দায়িত্ব কিছু আছে কি না- এ ব্যাপারে অবশ্যই আমাদের মুখ খুলতে হয়। নির্বাচনের পরে এই ব্যাপারে মাননীয় বিরোধী দলীয় নেত্রী কি বলেছেন তা আমি ওটা অত বেশী ভাঙ্গাতে যাবো না। তারা ক্ষমতায় থাকতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন বাংলাদেশে সফরে এসেছিলেন রাষ্ট্রীয় মেহমান হিসাবে। তার কাছে তারা একটি বই উপহার দিলেন "Politics of Bangladesh Democracy versus religious fundamentalism" এটা সরকারের পক্ষ থেকে আরেকটি দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে দেওয়া, এইটা অফিসিয়াল ডক্যুমেন্ট। এই ডক্যুমেন্ট তারা কেন দিয়েছিলেন ব্যাখ্যা দেয়ার দায়িত্ব তাদের। কিন্তু তাৎক্ষণিকভাবে তারা প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনকে যা বুঝাতে চেয়েছিলেন তিনি সাথে সাথে বুঝেছেন, Convinced হয়েছেন এবং সাভারের জাতীয় স্মৃতিসৌধে যাওয়ার কর্মসূচী তিনি বাতিল করেছেন। প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের ব্যক্তিগত বন্ধু ডঃ ইউনুস

www.pathagar.com

–তার গ্রামীণ ব্যাংকের প্রোগ্রামটাও মফস্বলের যেখানে গিয়ে হওয়ার কথা ছিল সেখানে হয়নি।

মাননীয় স্পীকার,

একদিনে সব হয় না। বাংলাদেশ আজ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে যেভাবে চিত্রিত হয়েছে এভাবে চিত্রিত হওয়ার জন্যে এই বইটির মাধ্যমেই সেদিন বিষবৃক্ষ রোপণ করা হয়েছিল। ঐ বিষবৃক্ষের ফল আজ গোটা জাতিকে ভোগ করতে হচ্ছে।

মাননীয় স্পীকার,

সেদিনই তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টকে বুঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন; এই বাংলাদেশ উগ্র মৌলবাদীদের দৌরাত্মে ছেয়ে গেছে। এই বইটা Present করার লক্ষ্য কি হতে পারে?

একটা এটা হতে পারে যে, হুজুর মৌলবাদীদের উৎপাতে আমি আর পারছি না, দয়া করে, মেহেরবানী করে এদের উৎপাত থেকে আমাকে রক্ষা করেন। অথবা এটা হতে পারে, আওয়ামী লীগের প্রধান প্রতিপক্ষ বিএনপি এখন এই মৌলবাদীদের সাথে হাত মিলিয়েছে। এখন যদি মৌলবাদীদের সাথে হাত মিলানোর কারণে মৌলবাদীসহ তাদের সবার উপরে নিপীড়ন, নির্যাতন চালাতে হয় তাহলে কিছু মনে করেন না। সেই সাথে এটাও তাদের মগজে ছিল আন্তর্জাতিক বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থা বিশ্বের দেশে দেশে মানবাধিকার লঙ্ঘন নিয়ে মাথা ঘামায় কিন্তু বসনিয়ায় যখন ইতিহাসের জঘন্যতম মানবাধিকার লঙ্ঘন হচ্ছিল তখন তারা নীরব। প্যালেস্টাইনে প্রতিনিয়ত মানবাধিকার লঙ্ঘন হচ্ছে এ ব্যাপারে তারা নীরব। কারণ মানুষ মারলে পাপ হয়, মুসলমান মরলে পাপ হয় না।

মাননীয় স্পীকার,

তাদের এই ম্যাসেজ ছিল Opposition এর উপরে যতই জুলুম নির্যাতন চালাই না কেন - মৌলবাদের বিরুদ্ধে, তালেবানের বিরুদ্ধে যেহেতু এদের এলার্জি আছে সেহেতু এরা এ ব্যাপারে কিছু বলবে না। এ লক্ষ্যেই তাদের রাজনৈতিক নিপীড়ন-নির্যাতনের মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

মাননীয় স্পীকার,

দ্বিতীয় আরেকটি দলিল তারা দিয়েছিলেন। বাংলাদেশের সমস্ত দূতাবাসের মাধ্যমে ইংরেজী এবং আরবী ভাষায় Simultaneously একটি বই প্রচার করেছিলেন। ইংরেজীতে তার নাম 'Terrorism in the name of Islam, আরবীতে তার নাম 'আল ইরহাব বি-ইসমিল ইসলাম' الارهاب باسم الاسلام এ ভাবে সরকারী

www.pathagar.com

উদ্যোগে দূতাবাসের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশে এই প্রচারণার মাধ্যমে অফিসিয়ালি তারা প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছেন যে, বাংলাদেশ মৌলবাদীদের একটা আখড়ায় পরিণত হয়েছে।

মাননীয় স্পীকার

নির্বাচনের পর তারা ঐটারই ধারাবাহিকতা রক্ষা করেছেন। এটাকে দেখে তারা একটু উৎসাহিত হয়েছেন এই মৌলবাদ আর তালেবানের প্রশ্নে আফগানিস্তানে সামরিক অভিযান হয়েছে এবং একটি সরকারের পতন ঘটিয়ে একটি পুতুল সরকার গঠন করা হয়েছে। এটাকে সামনে নিয়ে তারা উৎসাহিত হয়ে মার্কিন মুল্লুকে গিয়ে এই নির্বাচনের পরে নাকি এখানে মৌলবাদের উত্থান হয়েছে এই কথাটি বলেছেন।

মাননীয় স্পীকার,

আমি আর বেশী দূর যেতে চাই না। এর সাথে তারা সংখ্যালঘু নির্যাতনের একটা কল্পকাহিনীও সৃষ্টি করেছেন আমি যতদুর জানি, মাননীয় স্পীকার।

আওয়ামী লীগের Political Concept, এ Minority, Majority-র কোন Conception নেই, থাকার কথা নয়, কিন্তু সঙ্কীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থে নির্বাচনের রায়কে খেলোয়াড়সুলভ মনোভাব নিয়ে গ্রহণ না করে তারা এদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের কল্পকাহিনী সারা দুনিয়াব্যাপী প্রচার করেছেন। যে দেশটি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হাজার বছর যাবত লালন করে আসছে।

মাননীয় স্পীকার

আমার বলতে দ্বিধা নেই, জোট সরকার গঠন হওয়ার পর দুইটি পূজার অনুষ্ঠান গেছে। গত বছর অক্টোবর মাসে এবারে অক্টোবর মাসে। ইতিহাসে এদেশের হিন্দু সমাজ এত জাঁকজমকের সাথে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায়, সহযোগিতায়, রাজনৈতিক দলগুলোর পৃষ্ঠপোষকতায় এবং সহযোগিতায় আর কোন দিন পূজা করার সুযোগ পায়নি।

মাননীয় স্পীকার,

বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ কর্তৃক সংখ্যালঘু নির্যাতনের কাহিনী প্রচারণার পর বেনজামিন এ গিলম্যান এবং জোসেফ ক্রোলি দু'জন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসম্যান একটি কমিশন গঠন করে বাংলাদেশের এই ইস্যুতে তারা অবস্থা জানার জন্যে উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তাদের রিপোর্টে বলা আছে হিন্দু, খ্রিস্টান, বৌদ্ধদের সাথে তারা আলাপ-আলোচনা করেছেন। আলোচনার ফাইন্ডিং সম্পর্কে আমি একটি লাইন শুধু পড়তে চাই।

www.pathagar.com

None of the people with whom we spoke told us of any major incidents which can constitute human rights violations, like killings, rape, assault, burning and looting of homes, or any such allegations.

মাননীয় স্পীকার, এত তাড়াতাড়ি হলুদ বাতি জ্বালাবেন না। যখন বলতেই আমাকে দিয়েছেন তখন আমার মনের কথাগুলো প্রকাশ করার একটু সুযোগ দেবেন। মাননীয় স্পীকার, আমাদের দেশে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের রাজনৈতিক অধিকার আছে। রাজনৈতিক অঙ্গনে মাঝে মধ্যে কিছু অসহনশীল ঘটনা ঘটে, সেটাকে ধর্মীয় দাঙ্গা হিসাবে চিত্রিত করার কোন সুযোগ নেই।

মাননীয় স্পীকার,

সুরঞ্জিত সেন বাবু চলে গেছেন। উনি থাকলে ভাল হতো। উনি মাঝে মধ্যেই আমাদেরকে আক্রমণ করে কথা বলেন, আমরা এটা মনে করি না তার ধর্মীয় পরিচয় নিয়ে ইসলামী দলগুলোকে আক্রমণ করেন। আমরা এটাই বিশ্বাস করি তিনি আওয়ামী লীগের রাজনীতির চৌকশ একজন মুখপাত্র। আওয়ামী রাজনীতিরই প্রতিনিধিত্ব করেন।

মাননীয় স্পীকার,

আপনার মনে থাকার কথা, '৯২ সনের শুরুতে শায়খুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক সাহেব জগন্নাথ হলের গেটের কাছে জগন্নাথ হলের ছাত্রদের কর্তৃক শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত হয়েছিলেন। কিন্তু আমরা সেদিন এটা বলতে যাইনি যে, ধর্মীয় পরিচয় নিয়ে তার উপর আঘাত হানা হয়েছে।

মাননীয় স্পীকার,

আমি নিজেও '৯১ সনের মে মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরের রুমে শারীরিকভাবে নির্যাতিত হয়েছিলাম। সে হামলার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন পঙ্কজ দেবনাথ নামে বাকশালপন্থী ছাত্রলীগের একজন নেতা। আমরা তখন এ প্রশ্ন তুলিনি যে, একটি ধর্মীয় পরিচয় নিয়ে আমাদের উপর আঘাত হানা হয়েছে। রাজনৈতিক পরিচয় নিয়ে এটা করেছে। '৮৩ সনের ৬ই ফেব্রুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী ছাত্র শিবিরের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে মুকুল বোসের নেতৃত্বে ছাত্র শিবিরের উপরে হামলা করা হয়েছিল। আমরা এ প্রশ্ন তুলিনি মুকুল বোস একজন অমুসলিম হওয়ার কারণে একটি ইসলামী দলের উপর হামলা করেছে। রাজনৈতিক অঙ্গনে রাজনৈতিক এক

www.pathagar.com

দলের সাথে আরেক দলের কিছু হলে সেটা সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা। চাটমোহরে একজন খ্রিস্টান নেতার ব্যাপারে কিছু কথা উঠেছিল আসলে খ্রিস্টান নেতা হিসাবে নয়। তিনি ওখানে আওয়ামী লীগের নেতা ছিলেন পাঁচ বছর আওয়ামী লীগের নেতা হিসাবে জুলুম নির্যাতন করেছিলেন তার একটা প্রতিক্রিয়া ছিল। এখানে ধর্মীয় পরিচয়কে ব্যবহারের কোন সুযোগ ছিল না। আমি এ বিষয়ে আর বেশী কথা বলতে চাই না মাননীয় স্পীকার; আজকের এই তালিকাভুক্তির Background তারা ক্ষমতায় থাকতেই তৈরি করেছিলেন। ক্ষমতা থেকে চলে যাওয়ার পরেও আরও কিছু কথা বলেছিলেন যেগুলো প্রচার পেয়েছে বিভিন্ন জায়গায়, ব্রাসেলসে সফর, ভারত সফর এগুলো আমি আর আনতে চাই না- মাননীয় স্পীকার।

এরপরে পুশইনের ঘটনা নিয়ে আমি এটুকু কথাই শুধু বলতে চাই, তারা এই অমানবিক অবন্ধুসুলভ ঘটনার বা কাজের নিন্দা করার পরিবর্তে সরকারকে দায়ী করাকে প্রাধান্য দেন। ৯২ সনের পঞ্চম জাতীয় সংসদের একটি অধিবেশনে অক্টোবর মাসে এই পুশইনের উপরে আলোচনা হয়েছিল। তখনো দেখেছি ঐ Joint Communique তে উল্লিখিত "illegal immigrant across the Border" কেই তারা দায়ী করার চেষ্টা করেছেন প্রতিবেশী দেশের মধ্যে illegal immigrant-এর একটা সমস্যা থাকে, উভয় দেশেরই এটা মাথা ব্যথার কারণ। কিন্তু এই সংখ্যা তখন দেড় কোটি, এখন দুই কোটি, এটা সম্পূর্ণ অবান্তর একটা জিনিস। দলমত নির্বিশেষে সকলের উচিত ছিল এটার নিন্দা করা। তারা এই নিন্দা করতেও ব্যর্থ হয়েছেন।

মাননীয় স্পীকার,

ভারত আমাদের নিকট প্রতিবেশী। আমরা তাদের সাথে, সুসম্পর্ক রাখতে চাই, বন্ধুসুলভ ব্যবহার আমরা পেতে চাই, আমরা করতে চাই। দুই কোটি বাংলা ভাষাভাষী ভারতীয় নাগরিককে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ঠেলে দেয়ার এই প্রবণতা এটা অবন্ধুসুলভ। আমরা আশা করব সেখানে কিছু বিবেকবান ব্যক্তি এব্যাপারে কথা বলেছেন, তারা তাদের এই চিন্তা পরিবর্তন করবেন। আমরা বাংলাদেশের পক্ষ থেকে তাদের কাছ থেকে এই বন্ধুসুলভ আচরণ আশা করি।

মাননীয় স্পীকার,

এরপরে আমাদের মহামান্য রাষ্ট্রপতি, বাংলাদেশের বর্তমান সরকার বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে যে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন, যে প্রেক্ষাপটে সেটা উল্লেখ করেছেন। আমি আগেই একটু উল্লেখ করেছি এ বিষয়ে।

www.pathagar.com

এ অবস্থায় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি দায়িত্ব পালন, মুসলিম উম্মাহর প্রতি দায়িত্ব পালন এবং দেশের অর্থনীতি পুনর্গঠন এটা একটি বড় কাজ, কঠিন কাজ। আমি বিশ্বাস করি, বর্তমান সরকার অত্যন্ত দায়িত্বশীলতার সাথে, যোগ্যতার সাথে, দক্ষতার সাথে বর্তমান প্রেক্ষাপটে পরনির্ভরশীলতা কাটিয়ে দেশকে আত্মনির্ভরশীল করার ব্যাপারে বস্তুনিষ্ঠ পদক্ষেপ নিয়েছে। বাজেটে শতকরা ৫৫% ভাগের যোগান অভ্যন্তরীণ সম্পদ থেকে দেয়ার সঙ্কল্প এর প্রমাণ বহন করে।

মাননীয় স্পীকার,

জোট সরকারের অঙ্গীকার ছিল এক সাথে আন্দোলন, এক সাথে নির্বাচন এক সাথে সরকার গঠন। এখানে মাননীয় নাসিম সাহেব এখন নেই। তবে তার বক্তব্যে তিনি একটি সত্য উচ্চারণ করেছেন জামায়াতে ইসলামী প্রসঙ্গে। সবসময়ে ঐ পাকিস্তান আমলেও কপ (COP) থেকে ডাক (DAC) পর্যন্ত গণতান্ত্রিক আন্দোলনে জামায়াত ছিল, আবার ঐ আশির দশকে জামায়াত গণতান্ত্রিক আন্দোলনে ছিল এবং একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে বিএনপির বিপক্ষে জাতীয় পার্টি, জামায়াত, আওয়ামী লীগ মিলে আন্দোলন করেছিল। এ কথাটি তিনি স্বীকার করেছেন জামায়াত গণতন্ত্রের পক্ষে ছিল। কিন্তু আফসোস করেছেন যে আমরা তো সরকার গঠন করি নাই। বিএনপি সরকারে তাদের নিয়ে ভুল করেছে। আসলে কি এটি ভুল সংশোধনের প্রস্তাব না কি মনের একটি জ্বালার বহিঃ প্রকাশ ?

মাননীয় স্পীকার,

তারা বলছেন, জামায়াতের সাথে আমরা সরকার গঠন করি নাই 'একটা প্রবাদ আছে "পান না তাই খান না"। ' ৯১ এর পার্লামেন্টে নির্বাচনের পর জাতীয় পার্টির একজন প্রবীণ নেতাকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল জামায়াত, জাতীয় পার্টি, বিএনপি এবং তখন সুরঞ্জিত সেন গুপ্তরা আরো ১৭জন ছিলেন সবাইকে নিয়ে সরকার গঠন করার। জামায়াত সেই ডাকে সাড়া দেয়নি বিএনপিকে বাদ দিয়ে। এর প্রমাণ তাদের মন্ত্রিসভায় যে গিয়েছিলেন সেই জেনারেল নুরউদ্দিন সাহেব, তিনি খুব ভালো করে জানতেন, মাননীয় স্পীকার।

তোফায়েল সাহেব ছাত্রজীবন থেকে আমার ব্যক্তিগত বন্ধু। তিনি অনেক সময় আফসোস করে বলতেন, নিজামী সাহেব ভুল করেছেন, ভুল করেছেন। আমাদের সাথে আসলে কমপক্ষে ৭টি মহিলা সিট পেতেন। তাদের খাদ্যমন্ত্রী আমির হোসেন আমু সাহেব জামায়াতের অফিসে এসেছিলেন বিএনপিকে বাদ দিয়ে সরকার গঠনের

www.pathagar.com

প্রস্তাব নিয়ে। এখন বলেন, আমরা সরকার গঠন করি না আসলে মাননীয় স্পীকার 'পান্ না তাই খান না'', না পেয়ে এই কথাটা বলেছেন মাননীয় স্পীকার।

মাননীয় স্পীকার,

একটু আগে তাদের সাবেক অর্থমন্ত্রী একটি নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠনের প্রশ্ন তুলেছিলেন এবং উনারা ফাঁকে ফাঁকেই বলেন। আসলে অনেকের কথার মধ্যে সত্যটা বেরিয়ে আসে। যেমন নাসিম সাহেবের কথার মাধ্যমে একটা এসেছিল। তেমনি জনকণ্ঠ আজকাল এটা নিয়ে একটু বেশী ব্যস্ত। জনকণ্ঠ একটা নিউজ আইটেম করেছে হরকতই কিনা নানা ছদ্মবেশে সুপরিকল্পিত কাজ কর্ম চালিয়ে যাচ্ছে।

মাননীয় স্পীকার,

হারাকাতুল ইসলাম, হারাকাতুল জিহাদ এই নামটা আমরা কবে শুনেছি? মাননীয় স্পীকার আপনাকে একটু আমি স্মরণ করতে বলব, আমরা কেউ জানতাম না এই নামটা। কবি শামসুর রাহমানের উপরে একটা কথিত হামলার রিপোর্ট পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। তার মধ্যে কি ছিল? তার কাছে কবিতা আনতে গিয়েছিল, সময়মত কবিতা না পেয়ে হামলা করে এবং কবির পত্নী সেই হামলা প্রতিহত করে তাদের ধরে ফেলে। তাদের রাজনৈতিক পরিচয় ছিল তারা ছাত্রলীগের কর্মী। তারা পুলিশের কাছে বলল কিছু হুজুর তাদেরকে এই কর্ম করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। ঐ হুজুররা নাকি হারাকাতুল জেহাদ করে।

মাননীয় স্পীকার,

আওয়ামী লীগ ক্ষমতা থেকে বিদায় নেয়ার আগ পর্যন্তও ঐ হারাকাতুল জেহাদ কারা করেছিল, কবি শামসুর রাহমানের উপর কারা হামলা করেছিল, তা আর জনসমক্ষে প্রকাশ করেনি। ৭৬ কেজি বোমার ঘটনা আওয়ামী ঘরানার মুফতি হান্নান ঘটিয়েছিল। কিন্তু এই ঘটনারও রহস্য উদ্‌ঘাটন করে তারা যেতে পারেননি তাদের পাঁচ বছরের শাসন আমলে। উদীচী থেকে নিয়ে রমনার বটমূল, কমিউনিষ্ট পার্টির মহাসমাবেশ, এরপরে নারায়গঞ্জে আওয়ামী লীগ অফিসে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনার সাথে কারা দায়ী এসব বিষয়ের কোনটারই রহস্য উন্মোচন করে যেতে পারেননি।

মাননীয় স্পীকার, আমি এ সম্পর্কে পূর্ণ দায়িত্বশীলতার সাথে বলতে চাই, বিশ্বব্যাপী কম্যুনিজমের Failure এর পর, মানবরচিত মতবাদের ব্যর্থতার পর, বিশ্বব্যাপী

www.pathagar.com

ইসলামের একটা গণজাগরণের সূচনা হয়েছে। এটাকে সামনে রেখে ঐতিহাসিকভাবে ইসলামের চিহ্নিত দুশমনেরা ইসলামের ইমেজ নষ্ট করার জন্যে, ইসলামী নেতৃবৃন্দের ইমেজ নষ্ট করার জন্যে, তাদেরই পয়সায় তাদেরই পরিকল্পনায় দুনিয়াব্যাপী কিছু উগ্রপন্থী সন্ত্রাসী সংগঠনের জন্ম দিয়েছে। হারাকাতুল জেহাদ বলেন আর শাহাদাতই আল হিকমা পার্টিই বলেন।

মাননীয় স্পীকার,

আরবী ব্যাকরণেও এ নামটি শুদ্ধ নয়, উর্দ্দু, ফার্সি ব্যাকরণেও এই নামটি শুদ্ধ নয় বাংলায় তো নয়ই। এগুলো পরিকল্পিতভাবে কারা করছে, নাটাই কাদের হাতে সেটা অন্য কথা, ইসলামী আন্দোলনের মূলধারার সাথে যারা সম্পৃক্ত তাদের ইমেজ নষ্ট করার জন্যে চেষ্টা করা হচ্ছে। আমি স্পষ্ট একটি ইসলামী সংগঠনের পক্ষ থেকে বলতে চাই, এভাবে ইসলামের নামে হোক আর যে ভাবেই হোক সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটিয়ে মানুষের শান্তি বিনষ্ট যারা করছে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। আমরা তাতে পূর্ণ সমর্থন দেব। এক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি, জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী ঐক্যজোট সকলেরই, ঐকমত্যে আসা উচিত কারণ সন্ত্রাসীরা কারো বন্ধু নয়।

মাননীয় স্পীকার,

সন্ত্রাস দমন নিয়ে কথা উঠে। এটা আমাদের একটা অঙ্গীকার ছিল। আমি বলতে চাই, মাননীয় স্পীকার, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া আপোষহীন নেত্রী। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে তিনি আপোষহীন ছিলেন, আছেন, থাকবেন। সন্ত্রাসী কার্যক্রমকে প্রতিশোধের রাজনীতি উস্কে দিতে পারে এ জন্যে ঐতিহাসিক বিজয়ের পরও তিনি বিজয় মিছিল করতে বারণ করেছিলেন। এটা একটা অতুলনীয়, অনন্য দৃষ্টান্ত। দায়িত্ব গ্রহণের পর তিনি বলেছিলেন ওরা যে ভাষায় কথা বলত আমরা সে ভাষায় কথা বলব না। ওরা যা করত আমরা তা করব না। প্রশাসনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল সন্ত্রাসী কর্মকান্ড যারাই করবে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মাননীয় স্পীকার,

এরপরও সন্ত্রাস কিছু ছিল যে কারণে Operation Clean Heart করতে হয়েছে। যৌথবাহিনী নামাতে হয়েছে। কিন্তু কেন হয়েছে? মাননীয় স্পীকার। তারা যদি নির্বাচনের রায় খেলোয়াড় সুলভ মনোভাব নিয়ে মেনে নিতেন, শুরু থেকেই পার্লামেন্টে আসতেন, প্রতিহিংসার রাজনীতি চর্চা না করতেন তাহলে যৌথ বাহিনীর অভিযানের কোন প্রয়োজন হতো না।

www.pathagar.com

মাননীয় স্পীকার,

সন্ত্রাসের এক নাম্বার কারণ, তাদের প্রতিহিংসার রাজনীতি, প্রতিশোধের রাজনীতি। দ্বিতীয় কারণ, তাদের শাসন আমলেই এটা তুঙ্গে উঠে - অবৈধ পথে ফেন্সিডিলসহ মাদকদ্রব্যের অবাধ বিচরণ এবং সেই সাথে অবৈধ অস্ত্রের একটা সয়লাব বয়ে গিয়েছিল।

মাননীয় স্পীকার,

বিশেষ করে আমি বলতে চাই অবৈধ অস্ত্রের উৎস আর হেরোইন ফেন্সিডিলের উৎস এক ও অভিন্ন, লক্ষ্যও এক ও অভিন্ন। জাতি হিসাবে আমাদেরকে Cripple করা। অতএব এটাকে দলীয় রাজনীতির সঙ্কীর্ণতা থেকে বিচার না করে, দলমত নির্বিশেষে এটাকে একটা জাতীয় সমস্যা হিসাবে এর মোকাবেলা আমাদের করা উচিত।

মাননীয় স্পীকার,

সন্ত্রাসের তিন নাম্বার কারণ পেশাদার চাঁদাবাজ, টেন্ডারবাজদের উপদ্রব এই টেন্ডারবাজ, চাঁদাবাজ এদের কোন দল নাই এবং কোন দলের পক্ষ থেকে এদের পৃষ্ঠপোষকতা দেওয়া উচিত নয়।

মাননীয় স্পীকার, আমি কথা শেষ করে আনার আগে আমার মন্ত্রণালয় সম্পর্কে একটু বলতে চাই মাননীয় স্পীকার। মাননীয় স্পীকার, তারা অনেকেই কৃষির উৎপাদন সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছেন। মাননীয় স্পীকার, আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী একটি ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। তাদের সময়ে উৎপাদনের ফিগার ডিক্টেট করা হয়েছিল। আমার কাছে দলিল আছে, মাননীয় স্পীকার। সাবেক অর্থমন্ত্রী, খাদ্যমন্ত্রী, কৃষিমন্ত্রী তিনজন মিলে ২০০১ সালে খাদ্য উৎপাদন কত দেখাতে হবে ডিক্টেট করে দিয়েছিলেন।

মাননীয় স্পীকার,

এই বইটি তাদের সময় প্রকাশ হয়েছে ডিসেম্বর ২০০০ এ। এতে ডাটা আছে। '৯৬ থেকে '৯৯ পর্যন্ত তাদের উৎপাদন অনেক নীচের কোটায় ছিল। শুধুমাত্র ২০০১ সাল, নির্বাচনের বছর, ডিক্টেট করা হয়েছিল ফিগার। DAE-র সেই সময়ের কর্মকর্তারা আমাকে জানিয়েছেন তারা প্রথমবারে যে পরিসংখ্যান দেন তা রিজেক্ট করা হয়েছিল, আরো বাড়িয়ে আনো। দ্বিতীয় বার দেওয়া হলে ফেরত দেয়া হয়েছিল। তৃতীয় বার সেটাকে বাড়িয়ে দেয়া হয়েছিল। মতিয়া চৌধুরীর স্বাক্ষর ওখানে আছে কিবরিয়া সাহেবেরও আছে। তারা সকলে মিলে এটা করেছেন।

www.pathagar.com

মাননীয় স্পীকার,

নির্বাচনের বছর মুক্ত বর্ডারের সুযোগ গ্রহণ করে তারা একটি তেলেসমাতি দেখানোর চেষ্টা করেছেন। নিঃসন্দেহে এটা একটা দক্ষতা, আমি প্রশংসা করি। কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে এই সরকার ঐ গোঁজামিলে বিশ্বাসী নয়। ঐ অদৃশ্য কারবারে বিশ্বাসী নয়। আমরা স্বচ্ছতা এবং সততার সাথে বস্তুনিষ্ঠভাবে যা ফিগার আসছে তাই দেখাচ্ছি। সেই অনুপাতে এবারে আমনের উৎপাদন অতীতের যে কোন সময়ের চেয়ে অনেক বেশী। আমরা বিনা দ্বিধায় এটা বলতে পারি।

মাননীয় স্পীকার, আমার কাছে অনেক কথা আছে, অনেক ব্যথা আছে কিন্তু এদিক ওদিক তাকালে বাধাগ্রস্ত হই। এই জন্য এখন আমি শেষের দিকে আসতে চাই।

মাননীয় স্পীকার,

আমি মাননীয় সাবেক প্রধানমন্ত্রী বর্তমানে বিরোধী দলীয় নেত্রীর কয়েকটি সুন্দর সুন্দর কথার এখানে উদ্বৃতি দিতে চাই।

মাননীয় স্পীকার,

১৫/১১/৯৮ মানবজমিনে, ১৬/১১/৯৮ প্রকাশিত দেশের জাতীয় দৈনিক পত্রিকা সমূহের সম্পাদকদের সাথে মত বিনিময়কালে বর্তমান বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা বলেন - আওয়ামী লীগের সভানেত্রী ও দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে আমি আমার ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করছি। আওয়ামী লীগ আর কখনোই হরতাল ডাকবে না, বিরোধী দলে গেলেও কোন হরতাল করবে না। তিনি বিরোধী দলের ডাকা হরতালের কঠোর সমালোচনা করে বলেন 'এ ধরণের কর্মসূচীর পেছনে কোন যুক্তি নেই।'

মাননীয় স্পীকার,

তার আরেকটি সুন্দর কথা আছে ৩/৪/০১ তখনকার বিরোধী দলীয় নেত্রীকে হুকুমের আসামী বানাবার কথা বলার পর শেষ বক্তব্যটি বলেছিলেন বিরোধীদলকে লক্ষ্য করে নেতিবাচক রাজনীতি পরিহার করে ইতিবাচক রাজনীতিতে ফিরে আসুন।

মাননীয় স্পীকার, আমি অকপটে বলতে চাই, এই কথা দুইটি খুবই চমৎকার। এতো সুন্দর কথা কম লোকই বলতে পারেন।

www.pathagar.com

মাননীয় স্পীকার, কিন্তু কথা সুন্দর করে বলার চেয়েও কথা অনুযায়ী কাজটি হলে আরো সুন্দর হয়। সেটাতে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন।

মাননীয় স্পীকার, তিনি হরতাল ডাকবেন না বলেছিলেন, এই এক বছর পাঁচ মাসে তিনি কতবার হরতাল ডেকেছেন তা দেশবাসী সকলেই জানেন।

মাননীয় স্পীকার,

ইতিবাচক রাজনীতির কথা বলেছিলেন, আমি এর আগেও বলেছিলাম আমাদের কথাবার্তা বলার সময় এটা হিসাব করতে হয়, কখন কোন্ কথা আল্লাহ কবুল করে ফেলেন। তিনি বলেছিলেন বিরোধী দলে গেলে হরতাল ডাকবেন না। এইটা আল্লাহ তায়ালা কবুল করে ফেলেছেন। তাকে বিরোধী দলে আসার সুযোগ দিয়েছেন। তিনি যে কথাটি বলেছেন যদি সেই কথা অনুযায়ী কাজ করতেন, পাঁচ বছর প্রধানমন্ত্রী হিসাবে কাজ করে যে সুনাম কুড়াতে পারেননি, কয়েক ডজন ডক্টরেট ডিগ্রি কুড়িয়েও যে সম্মান অর্জন করতে পারেননি, তার এই সুন্দর কথাটির উপরে তিনি নিজে যদি আমল করতেন, এই কথা অনুযায়ী কাজ করতেন তাহলে তিনি স্মরণীয়-বরণীয় হয়ে থাকতেন।

মাননীয় স্পীকার

এই মুহূর্তে আমি আমাকে সহ সকলের জন্য বলতে চাই, আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা বলেছেন...

اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ط اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ـ

"তোমরা অন্যদেরকে ভাল ভাল উপদেশ দাও, সৎ কাজের আদেশ দাও অথচ নিজের ব্যাপারে ভুলে যাও কেন? আল্লাহ তায়ালা এরপর বলছেন, "তোমরা কিতাব পড়, তোমরা কি বুঝ না? " (সূরা আল বাকারা-৪৪)

এর মাধ্যমে যে জিনিসটি বলা হয়েছে ভাল কাজের আদেশ দেয়া অবশ্যই ভাল কাজ, কিন্তু তার বিপরীত কাজটি অপছন্দনীয়। আসমানী সকল গ্রন্থের ভিত্তিতে এটা

www.pathagar.com

অপছন্দনীয় এবং আল্লাহ তায়ালা মানুষকে যে বিবেক দিয়েছেন সেই বিবেকের দৃষ্টিতেও এটা অপসন্দনীয়। আরো অগ্রসর হয়ে কোরআনে বলা হয়েছে ....

لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَالاَ تَفْعَلُوْنَ - كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَالاَ تَفْعَلُوْنَ

"তোমরা যেটা করোনা সেটা বল কেন। জেনে রাখ কথা কাজের গড়মিল আল্লাহ তায়ালার কাছে সবচেয়ে অপছন্দনীয়, আল্লাহ তায়ালার ক্রোধকে বাড়িয়ে দেয়।" (সূরা আস সফ ২-৩)

মাননীয় স্পীকার,

এই কথাটি আমি শুধু উনাদেরকে বলছিনা। আমাকেসহ আমাদের সকলকে বলতে চাই। এটার বড় অভাব আমাদের মধ্যে। আমরা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করি, আমরা ঘুষের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করি, আমরা অনিয়মের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করি, আমরা দুর্নীতির বিরুদ্ধে বক্তৃতা করি, Transparency - র কথা বলি, জবাবদিহিতার কথা বলি, যারা বলি তারা নিজে যদি এটা নিশ্চিত করতে না পারি তাহলে এই কথাগুলো, এই ভালো ভালো সুন্দর কথাগুলো, আলোর মুখ দেখতে পারে না।

মাননীয় স্পীকার,

আমি সব শেষে বলতে চাই, আমি একটি ইসলামী দলের দায়িত্বশীল হিসাবে আজকে যেই আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে আমি কথা বলছি, আজকে যারা এই পরিস্থিতি সৃষ্টি করছে তাদের প্রধান মাথা ব্যথা ইসলাম। অথচ ইসলাম শুধু মুসলমানদের জন্য নয়। ইসলাম আমাদেরকে শিখিয়েছে সকল আসমানি কিতাবের প্রতি বিশ্বাস পোষণ করা, নবী হিসাবে যে আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছেন তাদের সকলের প্রতি ঈমান আনা। অতএব ইসলামের মধ্যে এমন একটা শক্তি আছে, যেই শক্তি বলে গোটা বিশ্ব সম্প্রদায়কে যার যার ধর্মীয় পরিচিতি নিয়ে, ধর্মীয় স্বকীয়তা নিয়ে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান সৃষ্টি করতে পারে। কোরআন যে ভাষায় গোটা দুনিয়াবাসীকে দাওয়াত দিয়েছে আমি সেই কুরআনের আয়াতটি কোট করে আমার কথা শেষ করতে চাই। আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা বলেছেন ফাআউযুবিল্লাহিমিনাশ শাইত্বনির রাজীম,

www.pathagar.com

تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ م بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْئًا وَّ لَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللهِ ـ

"আসো হে দুনিয়ার মানুষ, সাদাকালো নির্বিশেষে, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে আমরা সকলে একটি কথার উপর ঐক্যবদ্ধ হয়ে যাই যেটা সকলের জন্যে সমানভাবে কল্যাণকর। কোন একপক্ষের কল্যাণ হবে আর একপক্ষের ক্ষতি হবে এই আশংকা যেখানে নেই। সেটা কি? এক আল্লাহ ছাড়া আর আমরা কারো গোলামি করব না। এক আল্লাহ ছাড়া কারো কাছে মাথা নত করব না। এক আল্লাহ ছাড়া কারো বিধান, আইন-কানুন মানব না এবং ঐ আল্লাহর ইবাদত বন্দেগীর সাথে আর কাউকে শরীক করব না"। কোন ধর্মগুরুকে শরীক করব না। কোন রাজনৈতিক নেতাকে শরীক করব না। কোন ধনাঢ্য কোন কোটিপতিকে শরীক করব না। কোন প্রভাবশালী, পরাক্রমশালী দেশকেও শরীক করবো না।"(সূরা-আলে ইমরান-৬৪)

وَّلَا يَتَّخِذُ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللهِ

আমরা পরস্পর একে অপরকে প্রভু অথবা গোলাম বানাবো না।

আল্লাহর রাসূল এই কথাটাকে সামনে রেখে বলেছেন,

كُوْنُوْا عِبَادَ اللهِ وَاِخْوَانًا

"তোমরা এক আল্লাহর বান্দা হও, তাহলে পরস্পরের ভাই হয়ে যেতে পারবে।"

মাননীয় স্পীকার,

ইসলামের সুমহান, সার্বজনীন আহবান বিশ্বজনীন আহবান সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকার কারণে ইসলামকে আজ সন্ত্রাসবাদের সাথে একাত্ম করে যে সর্বনাশটা করা হচ্ছে, এতে মুসলমানরাই শুধু ক্ষতিগ্রস্ত হবে না এর মাধ্যমে গোটা বিশ্ব মানবতা বিপর্যয়ের মুখোমুখি আসবে। বিশ্ববাসীর এই ভুল ভাঙ্গুক, ইসলামের সুমহান আদর্শের সঠিক পরিচয় লাভের সুযোগ হোক, এই কামনা বাসনা ব্যক্ত করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ওমা তাওফিকি ইল্লা বিল্লাহ।

আল্লাহ হাফেজ
বাংলাদেশ জিন্দাবাদ

www.pathagar.com

৮ম জাতীয় সংসদের ৮ম (বাজেট) অধিবেশনে
২০০৩-২০০৪ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটের উপর
জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের আমীর ও
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিল্পমন্ত্রী
মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর ভাষণ
২৮শে জুন, ২০০৩ ইং

আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আ'লামিন আসসালাতু আসসালামু আ'লা সাইয়্যেদিল মুরসালিন ওয়া আ'লা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাঈন ওয়া আ'লাল্লাজিনা আত্তাবাউহুম বিইহ্সানিন ইলা ইয়াওমিদ্বীন।

মাননীয় স্পীকার,

আপনাকে ধন্যবাদ। প্রস্তাবিত বাজেট ২০০৩-২০০৪ এর উপর আলোচনার এই মুহূর্তে আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী উপস্থিত নেই। আমি তার আশু রোগ মুক্তি কামনা করে আমার বক্তব্য শুরু করতে চাই।

মাননীয় স্পীকার,

বাজেট প্রণয়নের আগে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এই বাজেটের অগ্রাধিকার তালিকা প্রণয়নের মুহূর্তে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া কৃষি খাত এবং বিদ্যুৎ খাতকে বিশেষভাবে অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা বলেছিলেন। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এটা অত্যন্ত বাস্তবসম্মত এবং যুক্তিসংগত। আমি বিশ্বাস করি প্রস্তাবিত বাজেটে তার প্রতিফলন ঘটেছে।

মাননীয় স্পীকার,

বর্তমান বাজেটের একটা দর্শন আছে। এই দর্শনটি হলো ঃ

- জনগণের ভাগ্য উন্নয়নের লক্ষ্যে দারিদ্র নিরসনে সহায়ক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।
- শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও কর্মসংস্থানের বিস্তার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্যে সহজলভ্য করা।
- অসহায় জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তার বিশেষ ব্যবস্থা করা।

www.pathagar.com

মাননীয় স্পীকার,

এই দর্শনের ভিত্তিতে আগামী তিন বছরের জন্যে, তিন বছর মেয়াদী অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, দারিদ্র নিরসন ও সামাজিক উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

মাননীয় স্পীকার,

প্রবৃদ্ধি অর্জনের ক্ষেত্রে আমরা ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছি। এর আগের বছরে প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৪.৮০, এবার অর্জিত হয়েছে ৫.৩। আমরা আশাবাদী, ২০০৫-২০০৬ সালে এই প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়াবে ৬.৫-এ ইনশাআল্লাহ।

মাননীয় স্পীকার,

বিগত বাজেটে স্বনির্ভরতা অর্জনের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করা হয়েছিল। এবারের বাজেটেও এর ধারাবাহিকতা রক্ষা করা হয়েছে। অভ্যন্তরীণ আয় বৃদ্ধি এবং পরনির্ভরশীলতা কাটিয়ে ওঠা -এটা আজকের প্রেক্ষাপটে সময়ের দাবী। এই দাবী পূরণে গত বছরের সাফল্য দেশের বাইরে ও ভিতরে প্রশংসা কুড়িয়েছে। এ কারণেই আই.এম.এফ. (IMF) এবং World Bank এর সহযোগিতার হাত এবার সম্প্রসারিত হয়েছে।

মাননীয় স্পীকার,

গতবারের বাজেটে অভ্যন্তরীণ যোগান বেশী ছিল। এটার একটা অপব্যাখ্যা হয়েছিল, সরকারের অযোগ্যতার কারণে ভিক্ষা পাওয়া যায়নি। এবারে IMF এবং World Bank এর সাহায্যের হাত সম্প্রসারিত হওয়ার পর মন্তব্য করা হচ্ছে এই বাজেটে দাতাগোষ্ঠীকে সন্তুষ্ট করার প্রয়াস চালানো হচ্ছে।

মাননীয় স্পীকার,

আমাদের গ্রাম-দেশের একটা প্রবাদে বলা হয়, "বেটার বউরে আগে দেয়াও দোষ, পিছে দেয়াও দোষ"। কোন ব্যক্তি যদি বেটার বউরে আগে দিয়ে পিছনে হাটে লোকে বলে লোকটা বড় বেকুফ-বেটার বউকে আগে দিয়ে পিছনে হাটে। আবার এই কথা শুনে যদি বউকে পিছনে দিয়ে লোকটা সামনে হাটে-তখনও বলে লোকটা কত বড় বেকুফ, বেটার বউরে পিছনে রেখে সামনে হাটে।

www.pathagar.com

মাননীয় স্পীকার,

বাজেট সম্পর্কে বিরোধী দলের সমালোচনা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত, বস্তুনিষ্ঠ নয়। এই সমালোচনায় কান দিলে কোন সরকার আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ডকে স্বচ্ছন্দে এগিয়ে নিতে পারে না।

মাননীয় স্পীকার,

কোন বাজেটে কিছুই ভাল থাকে না, এটা হতে পারে না। আবার সবকিছু বিতর্কের উর্দ্ধে তাও সঠিক কথা নয়। বাজেটে ভাল দিকগুলোকে ভাল বলার উদারতা এবং কোন বিষয় আপত্তিকর থাকলে যুক্তিসহ তার সংশোধনের দাবী করার সৎ সাহস আমাদের সকলেরই থাকা দরকার।

মাননীয় স্পীকার,

বাজেট আলাপ-আলোচনার গতানুগতিক একটা ধারা চলে আসছে। কেউ ঢালাও সমর্থন করে, কেউ ঢালাও সমালোচনা করে। এই সংস্কৃতির পরিবর্তন দরকার। এই সংস্কৃতির পরিবর্তন হলে আমরা সামনে এগুতে পারব ইনশাআল্লাহ।

আমার খুব আশ্চর্য্য লাগে আমার বিরোধী দলীয় বন্ধুরা এই বাজেটে ভাল কিছুই দেখতে পাননি। আমি তাদের বিবেকের কাছে জিজ্ঞেস করতে চাই, তাদের সময়ে বয়স্কভাতা ১০০ টাকা করে দেওয়া হতো, ১৫ হাজার ব্যক্তি পেতেন। গত বাজেটে এই একশ' টাকাকে সোয়াশ' টাকা করা হয়েছিল। আর বেনিফিসিয়ারীর সংখ্যা করা হয়েছিল ৫ লক্ষ। ১৫ হাজার থেকে ৫ লক্ষে উত্তরণ- এটা কি একটা অগ্রগতি নয়? এবারের বাজেটে সোয়াশ' টাকাকে দেড়শ' টাকা বানানো হয়েছে। আর বেনিফিসিয়ারীর সংখ্যা দশ লক্ষে উন্নীত করা হয়েছে। এটা কি কোন অগ্রগতি নয়? তাদের জায়গায় আমি থাকলে এটাকে ইতিবাচকভাবে নিয়ে এটাকে সাধুবাদ জানিয়ে তারপরে একটা কথা বলতাম। এটাকে যেন শুধু দলীয় কর্মী-সমর্থকদের মাঝে সীমাবদ্ধ রাখা না হয়। তাদের সময়ে তারা এটা করেছেন। মনে মনে দুর্বলতা আছে। এবারে তারা এ কথাটি এখানে এসে বলতে পারতেন। কিন্তু দলীয় সংকীর্ণতার কারণে সরকারের কোন কিছুকে স্বীকার করলে রাজনৈতিক পরাজয় হয়ে যায় কিনা এ জন্যে তারা এটা বলবেন না। দ্বিতীয়তঃ তাদের সম্ভবতঃ এই আস্থাও আছে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে পরিচালিত জোট সরকার তাদের মত দলীয়করণে বিশ্বাসী নয়। এই অনুদান, এই বয়স্ক ভাতা দলমত নির্বিশেষে যারা ডিজার্ভিং তারাই পাবে।

www.pathagar.com

মাননীয় স্পীকার,

এমনিভাবে স্বামী পরিত্যক্তা বিধবা মহিলাদের জন্যে গত বছরে প্রতিজনের ভাতা দেড়শ' টাকা করা হয়েছিল এবারে তাদের সংখ্যাও বাড়ানো হয়েছে। গতবারের তুলনায় এবার তাদের সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণের কাছাকাছি গিয়েছে। এটা তারা ইতিবাচকভাবে নিতে পারতেন। এমনিভাবে সার্বিকভাবে প্রতিবন্ধী, এসিডদগ্ধদের জন্যে ২৫ কোটি টাকা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলার জন্যে ৫০ কোটি টাকা নির্দিষ্ট করা হয়েছে। জি, আর, টি, আর, কাবিখা, ভিজিডির জন্যে বরাদ্দ করা হয়েছে ৭৫৪ কোটি টাকা। ৬৫ হাজার ভূমিহীন, গৃহহীনদের বাসস্থান, আত্মকর্মসংস্থানের জন্যে ৪৪৭ কোটি টাকার প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এটা কি দারিদ্র বিমোচনের ক্ষেত্রে সরাসরি কোন পদক্ষেপ নয়?

মাননীয় স্পীকার,

বেসরকারী শিক্ষকরা রিটায়ার করলে এক জোড়া সেন্ডেল, একটা ছাতা ছাড়া কিছুই পেতেন না। এদের অবসর ভাতা বাবদ ১০০ কোটি টাকার একটি তহবিল গঠনের সিদ্ধান্ত করা হয়েছে। এটার মধ্যে তারা ভাল কোন জিনিস পাননি?

মাননীয় স্পীকার,

'৯১-'৯৬ পর্যন্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে পরিচালিত সরকার শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য প্রকল্প নিয়েছিলেন বাছাই করা উপজেলার ইউনিয়নের জন্যে। পার হেড ১৬ কেজি করে দেওয়া হতো। আওয়ামী লীগের ৫ বছরে এটা সম্প্রসারিত হয়েছিল বলে আমার জানা নাই। উন্নতি যেটা হয়েছিল তাহলো ১৬ কেজির জায়গায় ৮ কেজি, ১০ কেজি, ৬ কেজি, ৪ কেজি পাওয়া যেত। তাদের এই অভিজ্ঞতা এবং ডিলারদের অভ্যাস নষ্ট করার কারণে বেগম খালেদা জিয়ার সরকার ঐ চাল, গমের পরিবর্তে নগদ টাকা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

একজন ছাত্র হলে ১০০ টাকা, একাধিক হলে সোয়াশ' টাকা। এ বাবদ ৬০০ কোটি টাকার যে বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে এটাকে ইতিবাচকভাবে নেওয়ার উদারতা তারা দেখাতে পারেননি।

www.pathagar.com

মাননীয় স্পীকার,

কৃষিতে তাদের সর্বশেষ সময়ে এসে ভর্তুকীর পরিমান ছিল ১০০ কোটি টাকা। বিগত বছরে এটাকে দ্বিগুণ করে ২০০ কোটি টাকা করা হয়। এবারে এটাকে ৩০০ কোটিতে আনা হয়েছে।

মাননীয় স্পীকার,

এটা কি কোন অগ্রগতি নয়? এভাবে কৃষিতে আলহামদুলিল্লাহ এই সরকারের আমলে আউস, আমন এবং বোরোর ফলন অতীতের সকল সময়ের রেকর্ড ভঙ্গ করেছে। শাক সবজি, ফল-মূলের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।

মাননীয় স্পীকার,

এবারে যে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে, ইনশাআল্লাহ এটাও সফল এবং সার্থক হবে। কৃষি পণ্যের ব্যাপারে, কৃষির ব্যাপারে সাধারণতঃ দুইটা কথা আসে। উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি কথা আসে কৃষকের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য দেওয়া। চালের দাম বাড়লে হা-হুতাশ করা হয়। চাল অবশ্যই সেনসেটিভ একটা পণ্য। চাল, লবণের সাথে রাজনীতির উঠানামা-অনেক কিছু নির্ভর করে।

মাননীয় স্পীকার,

আমি সকলের বিবেকের কাছে একটা প্রশ্ন রাখতে চাই। অর্থনৈতিক নিয়মে জিনিসপত্রের দাম স্বাভাবিকভাবে কিছু বৃদ্ধি পায়। অন্যান্য পণ্যের দাম বৃদ্ধির সাথে খাদ্য শস্যের দাম তুলনা করলে এটা বৃদ্ধি পেয়েছে বলার কোন কারণ নেই। কৃত্রিম কোন সংকট, কোন গোষ্ঠী যদি সৃষ্টি করে তাহলে সেটা অবশ্যই নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা নিতে হবে। কিন্তু আমি গৈ-গ্রামের মানুষ। ছোট বেলায় দেখেছি, ৫ সের বা ৫ কেজি ধান দিয়ে এত বড় বোয়াল মাছ, এত বড় চিতল মাছ পাওয়া যেত। এখন ২ মণ ধান বিক্রি করে অত বড় বোয়াল মাছ, অত বড় চিতল মাছ পাওয়া যায় না। চালের দাম যখন আট আনা, দশ আনা ছিল তখন একটা মুরগির দাম ছিল ১ টাকা, পাঁচ সিকা। এই এক টাকা, পাঁচ সিকার মুরগি এখন সত্তর, আশি, নব্বই টাকা হয়েছে। তার অর্ধেকও তো চালের দাম উঠে নাই।

www.pathagar.com

অতএব মাননীয় স্পীকার,

কৃষককে যদি ইনসেনটিভ দিতে হয় তাহলে কৃষি পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে হবে। এবারে বোরো মওসুমে শীত ছিল। বলা হচ্ছিল, বোরো হবে না। আমি দেখেছি রাজপথ দিয়ে যেতে, দরজা বন্ধ গাড়ীতে বসেও শীত লাগে। কিন্তু মাঠে কৃষক পানি-কাদা উপেক্ষা করে ধান উৎপাদনের জন্য তাদের কৃষিকর্ম অব্যাহত রেখেছে।

অতএব এই কৃষকদের দিকে তাকিয়ে দ্রব্যমূল্যের ব্যাপারে, বিশেষ করে খাদ্য, শস্যের মূল্যের ব্যাপারে, কৃষিজাত পণ্যের ব্যাপারে, সঠিক বক্তব্য দেওয়া উচিত, সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি রাখা উচিত।

মাননীয় স্পীকার,

অর্থনৈতিক বাস্তবতাকে সামনে রেখে অনুন্নত এলাকা এবং অনুন্নত ব্যক্তিদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। চলমান সরকারী-বেসরকারী ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্পকে জোরদার করার পাশাপাশি ক্ষুদ্র ঋণ বাবদ ৩৪৫ কোটি টাকার যে বিশেষ তহবিল রাখা হয়েছে এটাও প্রশংসার যোগ্য বলে আমি মনে করি।

মাননীয় স্পীকার,

শিল্পখাতকে তারাই শেষ করেছেন '৭২ সনে পাইকারী জাতীয়করণের মাধ্যমে। পাইকারী জাতীয়করণের কারণে প্রাইভেট উদ্যোক্তা সৃষ্টি হওয়ারই সুযোগ হয়নি। আমি সেদিন বলেছিলাম এটা শিল্পভিত্তিক অর্থনীতির বুকে একটা পেরেক ঢুকানোর শামিল। যার কারণে রক্তক্ষরণ শুরু হয়েছে জাতীয় অর্থনীতিতে যা এখনো শেষ হয়নি। এই অবস্থায় বর্তমান জোট সরকার বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে সরকারী নিয়ন্ত্রণে যে সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান আছে এগুলোর লোকসান কমানোর উদ্যোগ নিয়েছে এবং বিকাশমান প্রাইভেট, বেসরকারী শিল্প কারখানার বিকাশের পথকে উন্মুক্ত করার জন্যে বিশেষ পদক্ষেপ নিয়েছে। এর ফলশ্রুতিতে সার্বিকভাবে সরকারী প্রতিষ্ঠানের লোকসান কমেছে ১৭% আর ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে লোকসান কমেছে ৪১%।

মাননীয় স্পীকার,

আমি এ ব্যাপারে খুব লম্বা কথা বলতে চাই না। শুল্কের হার হ্রাস-বৃদ্ধির যে কথাটি বাজেটে এসেছে তা মূলতঃ দেশীয় শিল্পে এবং পণ্যের প্রটেকশন দেয়ার জন্যে। যদি কেউ মনে করেন, এই শুল্ক বাড়ানো-কমানোর ফলে এই লক্ষ্য কোন কোন ক্ষেত্রে

www.pathagar.com

অর্জিত হচ্ছে না তারা যুক্তিসহ যদি এ ব্যাপারে সংশোধনী দেন, আমি আশা করি মাননীয় অর্থমন্ত্রী এটা বিবেচনা করতে পারেন। কিন্তু ঢালাও মন্তব্য সুস্থ রাজনীতির বিকাশের ক্ষেত্রে সহায়ক নয়।

মাননীয় স্পীকার,

স্বাস্থ্য খাতে ৫ বছরে তারা ৯টি এ্যাম্বুলেন্স দিয়েছেন। আর জোট সরকার ১৮ মাসে ১৭৩টি এ্যাম্বুলেন্স দিয়েছে এবং কালকেও মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ৩৫টি গ্রহণ করেছেন।

মাননীয় স্পীকার,

এই তুলনামূলক আলোচনায় আসলে তাদের দুর্বলতা ধরা পড়ে। এ জন্যেই তারা অন্য পথে এগুতে চান।

মাননীয় স্পীকার,

এই বাজেটের এতোগুলো দিক তাদের চোখে পড়েনি। তাদের নযর পড়েছে, মন ধরেছে একটি জিনিসের প্রতি। আমি সেই জিনিসের নাম বলার আগে মাননীয় স্পীকার একটি শোনা গল্প বলতে চাই।

গল্পের কারণে যদি কারো মনে একটু আঘাত লাগে তাহলে আমি অগ্রিম মাফ চেয়ে নিতে চাই। শুনেছিলাম, একজন ধার্মিক ভদ্রলোক তার গৃহিনীর নিয়ে বড় বিপদে ছিলেন। গৃহিনীর স্বভাব একটু এদিক সেদিক ছিল। তিনি গৃহিনীকে সংশোধন করার জন্যে একজন ধর্মগুরুর কাছে পাঠালেন ধর্মগ্রন্থ অধ্যয়নের জন্যে, যাতে করে স্বভাবটা ভাল হয়। কিছুদিন পরে তিনি গৃহিনীকে জিজ্ঞেস করলেন, গৃহিনী ধর্মগ্রন্থের পাঠ কেমন লাগল? গৃহিনীর উত্তর ছিল, না তেমন একটা না। তবে একটা জায়গা খুব ভাল লাগে। সে জায়গাটা কোনটা? যেখানে দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামীর কথা লেখা আছে।

মাননীয় স্পীকার,

আমি বিশ্বাস করি যে ব্যাপারটা সকলে বুঝেছেন। তাদের মন ধরেছে মদের প্রতি।

মাননীয় স্পীকার,

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিষয়টি সাথে সাথে দ্রুত পদক্ষেপ নিয়ে প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরও এ পর্যন্ত যতজন বক্তৃতা করেছেন, সবাই এটা বলেছেন এবং সেখানে আমাকে জড়ানোর চেষ্টা করেছেন, আমার দলকে জড়ানোর চেষ্টা করেছেন।

www.pathagar.com

মাননীয় স্পীকার,

আমি এ ব্যাপারে স্পষ্ট বলতে চাই, মদ আল্লাহ তায়ালা হারাম করেছেন। এটা কেয়ামত পর্যন্ত হারাম থাকবে। সারা দুনিয়ার সকল মানুষও যদি জায়েজ বলে, হালাল বলে তবুও এটা হারাম থাকবে। আল্লাহ, রাসূল এবং আখেরাতের প্রতি, কোরআনের প্রতি যারা ঈমান পোষণ করে, তাদের কাছে মদের দাম কমানো-বাড়ানোর অথবা শুল্কের হ্রাস-বৃদ্ধি কোন ব্যাপারই না। মাগনাও যদি দেওয়া হয়, মদের ফ্যাক্টরিতেও যদি দরজা জানালা বন্ধ করে রাখা হয় তবুও তারা আল্লাহর ভয়ে মদ স্পর্শ করবে না।

মাননীয় স্পীকার,

আমি তাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই, তারা যদি সত্যিই এটা নিয়ে রাজনীতি না করতে চান, আন্তরিকভাবে মদ বন্ধ হোক এটা চান তাহলে মদ বন্ধ তো ইসলামী অনুশাসন পুরোপুরি চালু ছাড়া হতে পারে না। ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা, সমাজ ব্যবস্থা শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হওয়া ছাড়া হতে পারে না। অথচ উনারা তো ইসলামী অনুশাসন কায়েমের আন্দোলনকে বলেন মৌলবাদ, বলেন সাম্প্রদায়িকতা, বলেন ধর্মান্ধতা, যতদিন তারা ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা, সমাজ ব্যবস্থার আন্দোলনকে মৌলবাদ, সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মান্ধতা বলা বন্ধ না করছেন ততদিন তাদের মদের ব্যাপারে কোন প্রশ্ন তোলার অধিকার নাই।

মাননীয় স্পীকার,

আমি স্পষ্ট বলতে চাই মদ শুধু ইসলামেই নিষিদ্ধ নয়। সকল ধর্মের দৃষ্টিতেই এটা একটা ক্ষতিকর জিনিষ। ধর্ম-কর্ম যারা মানে না তাদের দৃষ্টিতেও এটা ক্ষতিকর। কিন্তু শুধু আইন করে এটা বন্ধ করা সম্ভব নয়। ১৯২০ সালে আমেরিকায় কংগ্রেসের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ঐকমত্যের ভিত্তিতে মদ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। মদ থেকে তাদের জাতিকে দূরে রাখার জন্যে কোটি কোটি পৃষ্ঠার বুকলেট, লিফলেট, হ্যান্ডবিল প্রচার করেছিল।

মাননীয় স্পীকার,

হলুদ বাতি জ্বালালে আমি থেমে যাই। আমাকে নিয়ে এবং আমার দলকে নিয়ে অনেক কথা হয়েছে এই পার্লামেন্টে। সেগুলোর জবাব দেওয়ার সুযোগটা অন্ততঃ আমাকে

www.pathagar.com

দেবেন, মাননীয় স্পীকার, আমি আশা করি। আমি বলছিলাম, আমেরিকাতে এভাবে মদ বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ১৯২০ সনে। ১৯৩৩ সনে আবার এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করতে হয়েছে। এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে গিয়ে আমেরিকাতে ২ শত লোক নিহত হয়েছিল, ৫ লক্ষাধিক লোককে কারাবন্দী করা হয়েছিল এবং কোটি কোটি ডলার জরিমানা করা হয়েছিল, সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল তারপরও এটা বন্ধ হয়নি।

মাননীয় স্পীকার,

এই ব্যাপারে আরেকটা পিকচার আমি আপনার সামনে আনতে চাই। ১৪০০ বছর আগে জনাবে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছিলেন সেই যুগটাকে বলা হয় আইয়ামে জাহেলিয়াত। তখনকার দিনে মদের প্রতি মানুষের আসক্তি আরো বেশী ছিল। আরবী ভাষায় দেখেছি মদের নাম ২ শতেরও বেশী। তাদের কাব্য - সাহিত্যে মদের বন্দনায় ভরপুর। সেখানে বাড়ীতে বাড়ীতে মদের মটকি ছিল। আমেরিকার মত এরকম প্রচার মিডিয়া ছিলনা মটিভেশনের জন্যে। কিন্তু ঈমানী শক্তি, আল্লাহ, রাসূল, আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস এমন একটা শক্তি, এই শক্তির বলে সেদিন পর্যায়ক্রমে মানুষকে তৈরী করে মদ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। আজকেও মুসলিম বিশ্বের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ আল্লাহর ভয়ে মদ থেকে দূরে থাকে। ঘটনাটি একটু আপনাকে বলি মাননীয় স্পীকার। ঈমানের দাওয়াতের পরে স্বাভাবিকভাবে মানুষের মনে প্রশ্ন জাগল, আমরা আল্লাহ, রাসূল, আখেরাতে বিশ্বাসী। আল্লাহ এবং রাসূলের হুকুম মানি। এই মদের ব্যাপারে আল্লাহ এবং রাসূলের হুকুম কি? তারা প্রশ্ন করল। আল্লাহ বললেন,

يَسْـــأَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ط قُلْ فِيْهِمَآ اِثْمٌ
كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ز وَاِثْمُهُمَآ اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ط

অর্থ- (হে নবী) এরা তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে। তুমি (তাদের) বলে দাও, এই দুটো জিনিসের মধ্যে অনেক বড়ো ধরনের পাপ রয়েছে। (যদিও) এর কিছু কিছু উপকারিতাও রয়েছে; কিন্তু এ উভয়ের (ধ্বংসকারী) গুনাহ তার (বাহ্যিক) উপকারিতার চাইতে অনেক বেশী। (সূরা বাকারাহ ঃ আয়াত-২১৯)।

www.pathagar.com

এটার মধ্যে যে মেসেজ ছিল বুদ্ধিমানেরা এটার ভিত্তিতে মদ ছাড়া শুরু করল। সেকেন্ড স্টেজে এসে বলা হলো ঃ

لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى —

অর্থ- কখনো নেশাগ্রস্ত হয়ে নামাযের কাছে যেও না। (সুরা আন নিসা ঃ আয়াত-৪৩)।

মদের নেশা থাকা অবস্থায় নামাজের কাছেও যেওনা। নামাজ তো আগেই ফরজ হয়েছে। কিন্তু অতি বুদ্ধিমানেরা ফজর আর জোহরের মধ্যখানে এমন একটা সময় সিলেক্ট করল যাতে জোহরের সময় আসার আগে নেশা কেটে যায়।

থার্ড স্টেজে এসে বলা হলো ঃ

اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ —

অর্থ-মদ,জুয়া, পূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণায়ক হচ্ছে ঘৃণিত শয়তানের কাজ। তোমরা তা (সম্পূর্ণরূপে) বর্জন করো। (সুরা মায়েদা ঃ আয়াত- ৯০)

এই এনাউন্সমেন্টের সাথে সাথে মদের পেয়ালা কারো কাছে ছিল, ফেলে দিয়েছে। কেউ খেয়েছিল, মুখে আঙ্গুল দিয়ে বমি করে দিয়েছে। বাড়ীতে যে সঞ্চয় ছিল, মটকি ছিল এগুলো ভেঙ্গে দিয়েছে। মদের স্রোত বয়ে গেছে। এরপর আজ পর্যন্ত এই মদ হালাল করার কোন প্রয়োজন হয়নি। আওয়ামী লীগের বন্ধুরা **যদি সত্যিই মদের ব্যাপারে আন্তরিক হোন তাহলে আসুন আমাদের সাথে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে শরীক হোন।** ইসলামী বিচার ব্যবস্থা, ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা, শরীয়া আইন কায়েমের আন্দোলনে শরীক হোন, তাহলে এ কথা বলবেন, না হলে এ কথা দয়া করে বলবেন না।

মাননীয় স্পীকার,

আমাদের এই বাজেটসহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকে সফল করতে হলে রাজনৈতিক অনুকূল পরিবেশ দরকার। সুস্থ রাজনীতি চর্চা দরকার। সন্ত্রাস-নির্ভর রাজনীতি থেকে আমাদের নিষ্কৃতি দরকার।

www.pathagar.com

মাননীয় স্পীকার,

আজকে সন্ত্রাস আমাদের একটা বড় সমস্যা। সন্ত্রাসের কারণ এর আগেও আমি বলেছি তিনটি।

এক নম্বর কারণ হলো ঃ প্রতিশোধ এবং প্রতিহিংসার রাজনীতি।
আওয়ামী লীগ তাদের পরাজয় মেনে নিতে পারেনি এবং তারা পাঁচ বছরের ক্ষমতায় থাকাকালে যাদেরকে অস্ত্রে সজ্জিত করেছিল তাদের মাধ্যমে প্রতিহিংসা এবং প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য জঘন্য রাজনীতি চর্চা করছে। এটাই হলো চলমান সন্ত্রাস। যা কিছু আছে সমাজে এর সিংহভাগ এর কারণে।

মাননীয় স্পীকার,

আজকে আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী একটি ছবি দেখিয়েছিলেন। আমিও তা দেখাতে চাই। একজন মহিলা আগুনের ধোঁয়া ছুটছে এমন একটা সেল হাতে ধরে পুলিশের দিকে নিক্ষেপ করছে।

মাননীয় স্পীকার,

পত্রিকায় খবর প্রকাশ হয়েছে ২০০ মহিলাকে নাকি কোথায় ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে। সাংঘাতিক ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে এখন ঢাকার বিভিন্ন বাসায় তারা অবস্থান করছে। এরপরে তারা একটা NGO-এর পরিচয়ে থাকে। তাদের এসাইনমেন্ট ঠিক করে দেওয়া হয়েছে। রাতে এক ধরনের এসাইনমেন্ট, দিনে আরেক ধরনের এসাইনমেন্ট।

মাননীয় স্পীকার,

এটা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব এই মহিলাদের রাতের এসাইনমেন্ট কি তা জাতিকে অবহিত করা। আর দিনের এসাইমেন্ট কি তাও জাতিকে অবহিত করা।

মাননীয় স্পীকার,

আমি একটা জেলার মানুষ, একটা নির্বাচনী এলাকার মানুষ। সেখানে সমতা নামে একটা NGO আছে। তাদের সকল জনবল, সকল যানবাহন গত নির্বাচনে আওয়ামী লীগের পক্ষে কাজ করেছে। শুধু রাজনীতি নয়, শুধু ভোট চাওয়া নয় তারা সন্ত্রাসে অংশ নিয়েছে। কালো টাকা বিতরণ করেছে। এখন নির্বাচনে পরাজয়ের পর তারা

www.pathagar.com

সর্বহারাদের লালন করছে। তাদের মাসোহারা দিয়ে তাদের দিয়ে সন্ত্রাস করছে, এটাও প্রতিশোধ আর প্রতিহিংসার রাজনীতির কারণে বলেই প্রমাণ হয়েছে। আমাদের ষোল আনা আন্তরিকতা থাকা সত্ত্বেও সন্ত্রাস এখনো নির্মূল করা সম্ভব হয়নি।

সন্ত্রাসের ২য় কারণ ঃ আমাদের রাজনীতিতে একটা ব্যাড কালচার। কিছু লোকের এমনিই ব্যবসা নাই, পুঁজি নাই। চাঁদাবাজী, টেন্ডারবাজীর মাধ্যমেই তারা রুজি-রোজগার করতে চায়। এরা কোন দলের না। বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থার কর্মকর্তাদের সাথে যোগ সাজসে ক্ষেত্রভেদে প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের সাথে যোগসাজসে, কোন কোন ক্ষেত্রে প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতাদের সাথে যোগসাজসে চাঁদাবাজী, টেন্ডারবাজী করে পরিবেশ উত্তপ্ত রাখে। এরা কারো বন্ধু নয়। কোন দলের প্রতি এদের আনুগত্য নেই। এদের ব্যাপারে দলমত নির্বিশেষে সকলের সজাগ থাকা দরকার। এদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া দরকার।

তৃতীয় কারণ ঃ এক শ্রেণীর যুব সমাজের নৈতিক অবক্ষয়। আপনারা দেখেছেন এক সময়ের কেয়ার টেকার সরকারের উপদেষ্টা ছিলেন একজন সম্মানিত ব্যক্তি। তিনি তার মাদকাসক্ত ছেলের হাতে নিহত হয়েছেন। আজকেও পত্রিকায় নিউজ আছে পাবনা জেলাতেই একজন পিতা তার সন্তানের মাদকের পয়সা দিতে না পেরে নিহত হয়েছেন। এটা একটা জাতীয় সমস্যা। এটাকে রাজনৈতিক কালার দেওয়া ঠিক নয়। এ সমস্যা সকলের, আজকে আমার সন্তান ভাল আছে আপনার সন্তান ভাল আছে। কালকে কি হবে কেউ জানে না। টেলিভিশনে একটা প্রোগ্রাম দেখেছিলাম মাদকাসক্তদের চিকিৎসায় নিয়োজিত একজন ডাক্তারও এক পর্যায়ে মাদকাসক্ত হয়ে গেলেন। এটা সাংঘাতিক একটা অভিশাপ। এ ব্যাপারে জাতীয় প্রতিরোধ এবং সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা উচিত মাননীয় স্পীকার।

মাননীয় স্পীকার,

বিরোধী দলের অভিযোগ তাদেরকে সময় দেওয়া হয় না, কথা বলতে দেওয়া হয় না। মাননীয় স্পীকার, তারা ৮ম সংসদের ১ম এবং ২য় অধিবেশনে আসেননি কোন কারণে। তারা কোথায় বলতে চেয়েছেন অথচ সময় দেওয়া হয়নি? তৃতীয় অধিবেশনের (বাজেট অধিবেশন) মাঝখানে তারা আসলেন। এসেই বিরোধী দলীয় নেত্রী পয়েন্ট অব অর্ডারে দাঁড়ালেন এবং যতক্ষণ কথা বলতে চেয়েছেন কথা বলার

www.pathagar.com

সুযোগ পেয়েছেন। কেউ বাধা দেননি। তাকে স্বাগত জানানো হয়েছিল, ৩৫ মিঃ এরও বেশী কথা বলেছিলেন প্রথম দিনে।

এর পরে যখন মাননীয় মন্ত্রী আবদুল মান্নান ভূঁইয়া সাহেব কথা বলার জন্য দাঁড়ালেন আবদুস সামাদ আজাদ সাহেবের মত বয়োবৃদ্ধ নেতাসহ সকলে তা নিয়ে হৈ চৈ করেছেন সারাক্ষণ। এই হল চরিত্র। এরপরে শীতকালীন অধিবেশনের সমাপনী অনুষ্ঠানে যেখানে সৌজন্যমূলক কিছু বলার কথা সেখানে মাননীয় বিরোধী দলীয় নেত্রী চুরাশি মিনিট বক্তৃতা করেছিলেন। এরপরও যদি বলা হয় কথা বলার সুযোগ দেওয়া হয় না। এটা একটা রাজনৈতিক দূরভিসন্ধিমূলক কথা ছাড়া আর কিছু নয়।

মাননীয় স্পীকার,

এই সংসদ চলবে কার্য প্রণালী বিধির ভিত্তিতে। সংসদের স্পীকারও কার্যপ্রণালী বিধির উর্ধ্বে নন। তিনি বিধি স্থগিত করতে পারেন। সেটাও একটি বিধি। অতএব আমাদের পরিষ্কার কথা আমরা প্রথম দিনেই সংসদে বলেছিলাম।

মাননীয় স্পীকার,

বন্ধুদের একটু সময় বেশী দেবেন। আমরা সেটা মেইনটেইন করার চেষ্টা করছি। কিন্তু সংসদকে সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ভিত্তিতে পরিচালনা করতে হবে। বিধি বহির্ভূত কার্যক্রমকে কোন অবস্থাতেই সংসদ এন্টারটেইন করতে পারে না, মাননীয় স্পীকার।

মাননীয় স্পীকার,

তারা কথায় কথায় সংখ্যালঘুর কথা তোলেন।

বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী এখানে সংখ্যালঘু-সংখ্যাগুরুর কোন কনসেপ্ট নেই। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে আমরা বাংলাদেশী। এখানে ধর্মভিত্তিক দাঙ্গার কোন ঘটনা ঘটেনি। ঘটনা কিছু ঘটলে ভাই-ভাই ঘটে, বাপ-বেটায় ঘটে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাথে ঘটে। সেগুলোকে ধর্মভিত্তিক সংঘাত-সংঘর্ষ হিসাবে চিহ্নিত করা-এটা একটা অনৈতিক কাজ। এটা একটা নোংরা রাজনীতি।

www.pathagar.com

মাননীয় স্পীকার,

এরপরেও আমি একটা কথা স্পষ্ট করে বলতে চাই। ৫ম জাতীয় সংসদের অধিবেশনে আমি ১৯ নম্বর আসনটিতে ছিলাম। বাবরি মসজিদ প্রসঙ্গে আমি '৯৩ সনের ২০ তারিখে বক্তব্য রাখছিলাম। আলোচনা আরো ২দিন আগে থেকে আরম্ভ হয়েছিল। সেদিন আমি মরহুম নেতা মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক এম.এ.জি ওসমানী সাহেবের একটি বক্তব্য যা ইত্তেফাকে ছাপা হয়েছিল - '৮১ সনে রাষ্ট্রপতি হিসাবে তিনি কনটেস্ট করতে গিয়ে ফরিদপুরের একটি জনসভায় বলেছিলেন, "সংখ্যালঘুদের বাড়ীঘর, জায়গা-জমি সিংহভাগ দখল করেছে আওয়ামী লীগ।" মাননীয় স্পীকার, সুধাংশু শেখর হালদারেরও নাম ঐ নিউজ আইটেমে ছিল। আমি যখন বক্তব্য রাখছিলাম ঐ দিকে আওয়ামী লীগের প্রায় ৮০ জন সদস্য বিরোধী দলীয় নেত্রীসহ উপস্থিত ছিলেন। সেইদিন কেউ প্রতিবাদ করেননি। অথচ প্রতিবাদে তারা ওস্তাদ। কিন্তু আমার এই বক্তব্যের সময় তারা কোন প্রতিবাদ করেননি।

সুরঞ্জিত বাবু এখানে ছিলেন তিনি মাথা নেড়ে মৃদুস্বরে বলছিলেন, মাওলানা নিজামী ঠিকই বলেছে। সুধাংশু শেখরের নামও উচ্চারিত হয়েছে, তিনি কোন প্রতিবাদ করেননি।

অতএব কথায় কথায় সাম্প্রদায়িকতা এবং সংখ্যালঘু নির্যাতনের এই প্রশ্নটি একটা নোংরা রাজনীতি। এটাই একটা সাম্প্রদায়িক আচরণ বলে আমি মনে করি। হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান ঐক্য পরিষদে হিন্দু ভাইদের সঠিক কোন প্রতিনিধিত্ব আছে বলে আমি মনে করি না। বৌদ্ধ, খ্রীষ্টানদের ব্যাপারেও একই কথা। বরং তারা বিব্রতবোধ করেন। হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান ঐক্য পরিষদের যে সকল কথা, এগুলো সাম্প্রদায়িক উস্কানির শামিল। এগুলো এদেশের হিন্দু ভাইদের কথা নয়, বৌদ্ধ,খ্রীষ্টান ভাইদের কথাও নয়।

এই সংগঠনটি আওয়ামী লীগের একটি পকেট সংগঠন। তাদের এই কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে মাননীয় স্পীকার, আমি মনে করি সরকারের ভূমিকা আরো স্পষ্ট হওয়া দরকার। দেশবাসীকে এ ব্যাপারে স্পষ্ট কথা বলা দরকার।

মাননীয় স্পীকার,

আমি পরিষ্কার বলতে চাই, এই হারকাতুল জেহাদের জন্মস্থান হলো আওয়ামী বুদ্ধিজীবি কবি শামসুর রাহমানের বাস ভবন। একটি নাটকীয় ঘটনার মাধ্যমে কবি

www.pathagar.com

শামসুর রাহমান এবং তার স্ত্রী এই সংগঠনের জন্ম দিয়েছেন। ঘটনাটি হল, কবির কাছে ছাত্র লীগের কিছু কর্মী গিয়েছিল কবিতা আনতে। সময়মত কবিতা না পেয়ে কবিকে মারতে যায়। তারপরে কবির পত্নী সে মার ঠেকায়। এরা গ্রেফতার হয়। এরা বলে, আমরা ছাত্রলীগ করলে কি হবে কয়েকজন হুজুর আমাদেরকে এই কাজ করতে বলেছে। তারা হারকাতুল জেহাদ করে।

মাননীয় স্পীকার,

গতকাল যুগান্তরে ফরহাদ মজহার সাহেব একটি নিবন্ধ লিখেছেন উপসম্পাদকীয় কলামে। এর একটি অংশ আমাদের সকলের সচেতন হওয়ার লক্ষ্যে পড়তে চাই – তিনি বলেছেন ঃ "বাংলাদেশের অস্থিতিশীলতা, সন্ত্রাস, বিশেষ করে ২০০০ সালের পর থেকে বিভিন্ন স্থানে বোমা ফাটানোর ঘটনার পেছনে ইসরাইলী গোয়েন্দা সংস্থার কোন হাত আছে কিনা এটা এখন খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হয়ে উঠেছে। আর প্রতিটি বোমা ফাটার ঘটনার সঙ্গে এটা ইসলামী মৌলবাদীদের কাজ বলে বিভিন্ন পত্রিকার আগাম প্রচারের রহস্য কিছুটা হলেও স্পষ্ট হয়ে উঠে। একই সঙ্গে প্রশ্ন উঠেছে হঠাৎ করে বিভিন্ন জায়গায় বিশেষ করে ভারতের সীমান্ত অঞ্চলগুলোতে বিভিন্ন নামের ইসলামী দল গড়ে তুলছে কারা।"

মাননীয় স্পীকার,

বিশ্বব্যাপী মানবতা মনুষ্যত্বের বিরুদ্ধে, ইসলামের বিরুদ্ধে, ইয়াহুদী চক্রের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সতর্ক থাকার জন্য কোরআনের উদ্ধৃতি দিয়ে আহবান জানাতেচাই।

আল্লাহ সোবহানাহু তায়ালা বলেছেন

لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الْيَهُوْدَ وَالَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا ج

অর্থ- অবশ্যই তোমরা ঈমানদারদের সাথে শত্রুতার ব্যাপারে ইয়াহুদী ও মোশরেকদেরই বেশী কঠোর দেখতে পাবে।

বিশ্বের মধ্যে ঈমানদারদের জন্যে ঐ গোষ্ঠী সবচেয়ে জঘন্যতম শত্রু যারা ইয়াহুদী নামে পরিচিত এবং তাদের সহযোগীরা যারা শিরকে নিমজ্জিত। মুশরিকবাদীরা ২য় নম্বরের শত্রু আর ইয়াহুদীবাদী গোষ্ঠী পহেলা নম্বরের শত্রু।

www.pathagar.com

মাননীয় স্পীকার,

বিশ্বব্যাপী ইসলামী জঙ্গীবাদী সংগঠনের যে কথা উঠেছে, এর সাথে ইসলামী মুভমেন্টের মেইন স্ট্রীমের কোন সম্পর্ক নেই। এগুলো ইসলাম ও মুসলমানদের ধ্বংস করার জন্যে ইয়াহুদীবাদী গোষ্ঠীর জন্ম দেওয়া প্রতিষ্ঠান। তাদের লক্ষ্য অর্জনের জন্যে কাজ করছে। এ ব্যাপারে আমাদেরকে সচেতন থাকতে হবে এবং এদের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।

মাননীয় স্পীকার,

আওয়ামী লীগের বন্ধুদের এবং তাদের বুদ্ধিজীবী কলামিস্টদের এই ১৮ মাসের কথাবার্তা আমি খুব সচেতনভাবে লক্ষ্য করে আসছি। বিশেষ করে আবেদ খান আর আঃ গাফফার চৌধুরী গংদের লেখার একটা টার্গেট, জোটের মধ্যে ফাটল ধরানো এবং জোটের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টি করা। কারণ জোট তাদের মাথা ব্যথার কারণ। আমি এ ব্যাপারে মাননীয় বিরোধী দলীয় নেত্রীকে বলতে চাই, আপনি আপনার সাথে এদেশের ইসলামী জনতাকে নিতে পারেননি। এ কারণে বেগম খালেদা জিয়ার প্রতি ঈর্ষা করে লাভ নেই। এটা আপনার ব্যর্থতা। বেগম খালেদা জিয়া এদেশের ইসলামী দল, ব্যক্তি এবং যারা দল করে না তাদেরও সাথে নিয়ে ঐতিহাসিক বিজয় লাভে সক্ষম হয়েছেন, এটা তার নেতৃত্বের সফলতা। এ নিয়ে ঈর্ষা করে কোন লাভ নেই। এখন তারা এই ঐক্যে ফাটল ধরাবার জন্যে যে কৌশল নিয়েছে তা হলো জামায়াতের কর্মী, সমর্থকদের বুঝাবার চেষ্টা করেছে যে তোমাদের নেতারা জোট সরকারে গিয়ে ইসলাম ভুলে গেছে। গুজরাটের ঘটনায় কথা বলেনি, আফগান ইস্যুতে কথা বলেনি, বাগদাদ ইস্যুতে নাকি কথা বলিনি। অথচ এই পার্লামেন্টে বিরোধী দলীয় নেত্রী তার ৮৪ মিনিটের বক্তৃতায় একটি সেনটেন্সও এ ব্যাপারে উচ্চারণ করেননি। আর আমার ৪৫ মিঃ বক্তৃতায় আমি ২২ মিনিট এই যুদ্ধ পরিস্থিতির উপরে কথা বলেছিলাম।

মাননীয় স্পীকার,

আবার আমাদের সিনিয়র পার্টনার বিএনপি কর্মী সমর্থকদের বুঝাতে চায় সকল ফায়দা জামায়াত লুটছে।

মাননীয় স্পীকার,

আমি পরিষ্কার বলতে চাই, আমরা জোটে শরীক হয়েছি, কোয়ালিশন গভর্ণমেন্টে শরীক হয়েছি আওয়ামী অপরাজনীতি, দুঃশাসন থেকে, তাদের দেশ বিরোধী, ইসলাম বিরোধী, জাতীয় স্বার্থ বিরোধী কাজ থেকে দেশকে মুক্তি এবং নিষ্কৃতি দেওয়ার জন্যে। আমাদের দলীয় আদর্শ বাস্তবায়নের জন্যে আমরা এখানে শরীক হইনি। দলীয়

www.pathagar.com

আদর্শের ব্যাপারে অনেক দীর্ঘ পথ আমাদের যেতে হবে। এত তাড়াহুড়া আমাদের নেই। আর বিএনপির সাথে আমাদের রিলেশন, এটা নেচারাল। শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের '৭৫-এর ৭ই নভেম্বরের অভ্যুত্থান। সেই গণঅভ্যুত্থানের চেতনার প্রতি শ্রদ্ধাবোধের পরিচয় দিয়ে তিনি সংবিধানে বিসমিল্লাহ সংযোগ করেছেন। সেক্যুলারিজমের পরিবর্তন এনেছেন। আল্লাহর প্রতি ঈমানের ঘোষণা দিয়েছেন। ইসলামী দলগুলোকে রাজনীতি করার সুযোগ দিয়েছেন। যেটা আপনারা নিষিদ্ধ করেছিলেন। এই কারণে '৭৭-এর রেফারেন্ডামে ইসলামী ব্যক্তিরা স্ব-উদ্যোগে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁকে সমর্থন দিয়েছিলেন। '৭৮-এ প্রেসিডেন্ট নির্বাচনেও স্বতঃস্ফূর্তভাবে, নিঃস্বার্থভাবে তাঁকে সমর্থন দিয়েছিলেন। এবারও এই জোটের পক্ষে আমরা তো দল করি, যারা দল করে না, যারা টেন্ডার দাবী করে না, কোন প্রজেক্ট সাবমিট করে না, তাদের কোন চাওয়া পাওয়া নেই, তারা শুধু ইসলামী মূল্যবোধের প্রটেকশনের জন্যে বেগম খালেদা জিয়াকে সমর্থন দিয়েছে। আমি বিশ্বাস করি, যতদিন শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের নীতির উপরে বিএনপি প্রতিষ্ঠিত থাকবে আপনাদের কোন চক্রান্ত ষড়যন্ত্র এই ঐক্যকে ভাঙ্গতে পারবে না।

মাননীয় স্পীকার,

মধ্যপ্রাচ্য সম্পর্কে আমি দুটো কথা বলব। এর মধ্যে একটা মেসেজ বিশ্ববাসীর জন্যে। যারা গণতন্ত্র চায়, মৌলিক মানবাধিকারের গ্যারান্টি চায়, বিভিন্ন রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকতে চায় তাদের জন্যে মেসেজ-যারা এখন বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করছে, যারা গণতন্ত্রের বুলি আওড়ায়, কথায় কথায় মৌলিক মানবাধিকারের প্রশ্ন তোলে তারা প্রমাণ করেছে তাদের হাতে গণতন্ত্র নিরাপদ নয়, মৌলিক মানবাধিকার নিরাপদ নয়, বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব নিরাপদ নয়। বিশ্বজনমতের তারা কোন তোয়াক্কা করে না। মুসলমানদের জন্য মেসেজ, বিভিন্ন মুসলিম দেশের শাসক গোষ্ঠী পশ্চিমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য অনেক ছাড় দিয়েছে। খোদ ইরাক, আরব বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে মডার্ন, সবচেয়ে প্রগ্রেসিভ আরব মুসলিম রাষ্ট্র ছিল। এত ছাড় দিয়েও কি পার পেয়েছেন? পাননি। অতএব কোরআনের এই কথাটা মনে রাখতে হবে।

وَلَنْ تَرْضٰى عَنْكَ الْيَهُوْدُ وَلَا النَّصٰرٰى حَتّٰى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ط

অর্থ–ইহুদী ও নাছারারা কখনো তোমার ওপর খুশী হবে না, হ্যাঁ, তুমি যদি কখনো তাদের দলের অনুসরণ করতে শুরু করো (সুরা বাকারাহ ঃ ১২০)

www.pathagar.com

ইয়াহুদী নাছারারা তোমদের প্রতি কখনো রাজী হবে না যতক্ষণ না তোমাদের দ্বীন ধর্মের আদর্শ বাদ দিয়ে তাদের দ্বীন ধর্মের অনুসারী হও। অতএব এত ছাড় দিয়ে যেহেতু পার পাওয়া যাচ্ছে না, তাই আমি বাংলাদেশের পার্লামেন্ট থেকে বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বের মুসলমানদের কাছে বলতে চাই, আর ছাড় দিয়ে লাভ নেই। এবার আমাদেরকে ফিরে আসতে হবে আল্লাহর দিকে। আল্লাহর রাসূলের দিকে, আল্লাহর কোরআনের দিকে। আল্লাহর কোরআন রাসূলের সুন্নাহর ভিত্তিতে আমরা আমাদের আত্মমর্যাদার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে পারি। আবার বিশ্বের নির্যাতিত, নিপীড়িত, মজলুম মানুষের কাণ্ডারীর ভূমিকায় আমরা দাঁড়াতে পারি। আমি এই আহবান রেখে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

আল্লাহ হাফেজ
বাংলাদেশ জিন্দাবাদ

www.pathagar.com

জামায়াতে ইসলামীকে জানার জন্য
নিম্নলিখিত বইগুলো পড়ুন

জামায়াতে ইসলামীর পরিচয়
১. পরিচিতি–জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ
২. বাংলাদেশ ও জামায়াতে ইসলামী
৩. জামায়াতে ইসলামীর বৈশিষ্ট্য
৪. ইসলামী দাওয়াত ও কর্মনীতি
৫. জামায়াতে ইসলামীর কর্মনীতি
৬. মুসলমানদের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের কর্মসূচী

জামায়াতে ইসলামীর সংগঠন
৭. গঠনতন্ত্র–জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ
৮. মেনিফেস্টো–জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ
৯. সংগঠন পদ্ধতি–জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ
১০. ব্যক্তিগত রিপোর্ট বই (কর্মী ও রুকন)
১১. অমুসলিম নাগরিক ও জামায়াতে ইসলামী
১২. ইসলামী আন্দোলনের ভবিষ্যত কর্মসূচী

জামায়াতে ইসলামীর আন্দোলন
১৩. সত্যের সাক্ষ্য
১৪. ইকামাতে দ্বীন
১৫. ইসলামী আন্দোলনে কর্মীদের প্রাথমিক পুঁজি
১৬. হেদায়াত
১৭. ইসলামী আন্দোলনঃ সাফল্যের শর্তাবলী
১৮. ইসলামী আন্দোলনঃ কর্মীদের সহীহ্ জযবা
১৯. ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠন
২০. ইসলামী বিপ্লবের পথ
২১. বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ ও জামায়াতে ইসলামী
২২. গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও জামায়াতে ইসলামী

জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস
২৩. কার্যবিবরণী–জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ (১ম ও ২য় খন্ড)
২৪. জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস
২৫. জামায়াতে ইসলামীর সংসদীয় ইতিহাস
২৬. মাওলানা মওদূদী

প্রকাশনা বিভাগ
জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ
৫০৪, এলিফ্যান্ট রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

www.pathagar.com